বিশেষ সংখ্যা

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব ও সম্প্রীতি দিবস

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

পঞ্চাশত্তমী : মণ্ডলীর শুভ জন্মদিন

শান্তি সম্প্রীতির আবাসস্থল
পরিবেশ-পরিবার-সমাজ

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির চেতনা
আদিবাসী ধারণায় সম্প্রীতি

তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে আমাদের হৃদয় মাঝে

মা, তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার গৃহে আশ্রয় নিয়েছো। তোমার শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। মা আমরা ভুলিনি তোমায় আর ভুলবো না কোনদিন যতদিন আছি এ পৃথিবীতে। স্মরিবো তোমায় মোদের নিত্যদিনের প্রার্থনায়। তুমি ছিলে আদর্শবান, কঠোর পরিশ্রমী, প্রার্থনাময়ী, অসীম ধৈর্যশীলা, সৌন্দর্য পিপাসু, ঈশ্বরভক্ত এক অনন্য মা জননী। স্বর্গ থেকে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করো। আমরা সবাই যেন তোমার পবিত্র জীবন আদর্শের অনুসারী হতে পারি।

তোমারই পরিবারের পক্ষে,

প্রয়াত স্বামী	:	সিলভেষ্টার গমেজ
একমাত্র ছেলে ও ছেলের বউ	:	টনী ও জেনিফার
মেয়ে	:	রানী, রীনা, রুমী এবং ম্যাগনী
মেয়ে জামাই	:	প্রয়াত দুলাল, প্রয়াত শ্যামল, খোকন এবং জুয়েল
নাতনী	:	জেনী, বৃষ্টি, অনন্যী
নাতি	:	জ্যাকি, চার্লস, আকাশ সাইরাস অর্কিড
পুতি	:	কুহু

প্রয়াত ডেলফিনা ডলি গমেজ
জন্ম : ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

তনুগঞ্জলেন, কুলুটোলা, লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা।

Job Title: Deputy National Director.

Organization Name: Bangladesh Youth First Concerns (BYFC)
Location: Genda, Savar, Dhaka 1340.
Job Type: Full Time.
Reportable to: National Director – BYFC.
Salary & Benefits: As per BYFC policies
Probation Period: 6-12 Months
Age Limitations: Minimum 35, but not more than 45 years.

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:

- Master's Degree in Science/Commerce/Humanities group from any approved college/university.
- Minimum 10 years experiences.
- Working with Christian or Humanitarians Development Organization.
- Good understanding of gender and sexual and reproductive health as well as key trends in international development.
- Able to building, leading and developing a team of senior staff with different backgrounds and expertise. Managing challenging situations requiring effective prioritization and rapid action to respond.
- Able for building personal networks at a senior level (i.e., donors, members, partners and governmental bodies), resulting in securing new opportunities for the organisation, solving complex issues through analysis, definition of a clear way forward. Good understanding of programme, financial and operational management processes

DUTIES & RESPONSIBILITIES:

1. Leadership, 2. Governance, 3. Organisational Development, 4. Programme Management, 5. Performance Management, 6. Financial Management, 7. Human Resources.

How to Apply / Submit your Application:
To apply, please send a cover letter (of no more than 2 sides of A4), an up-to-date CV with a recent P.P. size photograph, National Identity Card (NID) copy and details of your current salary to **National Director, Bangladesh Youth First Concerns, B-8/9 East Bhabanipur, Genda, Savar, Dhaka 1340. Or, Email to: bdyfc.peter@gmail.com** Your cover letter should explain your motivation for applying for the job and how you meet the requirements specified in the Job Description. Only applicants who have the legal right to live and work in Bangladesh be considered. The authority preserves the rights to select/finalized the candidate and interview related matter. Please visit our website (www.yfcbd.com) before apply and to know the detail job circular.

Application closing date: June 15, 2021.

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ১৮
২৩ - ২৯ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৯ - ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হলে সম্প্রীতি আসবে সমাজে

পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ নিজেকেই বেশি ভালোবাসে। এরপর ভালোবাসে পরিবার-পরিজনকে। মানুষের এই সহজাত প্রবণতাকে সম্মান দিয়েই প্রভু যিশু মানুষকে আহ্বান করেন ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসতে। এটি মানুষের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলেও তা পালনে মানুষ নিজেকে নিজের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে। আমিত্ববোধের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে নিজেকে সকলের করে তুলতে পারেন। আমাদের আটপৌড়ে পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই দেখি, পরিবারের একজন সদস্য আরেকজনের প্রয়োজনে কত উদারভাবে সাড়া দিচ্ছেন। নিজের কিছু ত্যাগ করতে হলেও অন্যের প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছেন। অন্যের প্রয়োজনে ইতিবাচকভাবে সাড়াদানের যে বোধ পরিবারে গড়ে ওঠে তা বিস্তৃত হয়ে যখন সামাজিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমাজ ভ্রাতৃসমাজ হয়ে ওঠে।

আপাতদৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্ব বলতে নিজের ভাই-বোন বা সমাজের আশেপাশের লোকের সাথে ভাই সম্পর্ক অনুভব ও চর্চা করলেও এর ব্যপ্তি অনেক ব্যাপক। ভ্রাতৃত্ববোধ একজনকে শেখায় নিজ থেকে বেরিয়ে অন্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখতে। তাই ভ্রাতৃত্ববোধ একজন ব্যক্তিকে শুধু নিজের ভাই-বোন নয় কিন্তু বিশ্বের সকলকেই ভাই বলে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি আমরা। যে সৃষ্টিকর্তাকে আমরা পিতা বলে ডাকি। তাই সৃষ্টিকর্তা আমাদের পিতা হলে আমরা সকলেই ভাই-বোন। পরবর্তীতে সামাজিকতায় আমরা বিভিন্নস্তরের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হই। তাই আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় আমরা ঈশ্বরের সন্তান। যারা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। তাই মানুষ হিসেবে আমাদের সকলের মর্যাদা সমান। কিন্তু কালের বিবর্তনে এই মানুষেরা স্ব-স্ব কর্মে ও মন্দতায় নিজেদের মর্যাদা হারিয়ে ফেলে বা বিকৃত করে। নিজেকে মর্যাদাবান করতে গিয়ে শুরু করে ভেদাভেদ। যে ভেদাভেদের কারণে ভ্রাতৃত্ববোধ হারিয়ে যায় এবং নানাবিধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় মানবসমাজে।

সবাই ভাইবোন বা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে তার আসল পরিচয়ে নিয়ে যায়। রক্তের সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র দুই-একজনের ভাই বা বোন। কিন্তু মানবিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কে আমরা সকলেরই ভাই হয়ে উঠতে পারি। আর তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এ যুগের প্রবক্তা পোপ ফ্রান্সিস তার সর্বজনীন পত্র ফ্রাতেল্লী তুত্তি বা আমরা সবাই ভাই-বোন নামক পত্রের মধ্যদিয়ে। এ কোভিডকালে একজন আরেকজনের ভাই হয়ে ওঠাটা যেমনি অত্যন্ত জরুরী তেমনি একটি বিশেষ সুযোগও বটে। অন্যের ভাই হয়ে ওঠার মধ্যদিয়েই আমরা সম্প্রীতির প্রকাশ ঘটাতে পারি। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগিদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে, পরামর্শ-সাহস-প্রার্থনা দিয়ে, করোনা আক্রান্ত পরিবারকে গ্রহণ করে, মহামারীর কারণে কর্মহারাদের আর্থিক সহায়তা বা খাদ্য যোগান দিয়ে, প্রান্তিক ও দীন-দরিদ্রদের পাশে থেকে আমরা আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি অনুশীলন করতে পারি। ভ্রাতৃত্ববোধে দৃঢ় গতে এ বছরের সম্প্রীতি দিবসে জোর দেওয়া হয়েছে ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতি। ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সম্প্রীতি স্থাপনে ভ্রাতৃত্ববোধ অত্যাবশ্যক।

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী শুক্রবারটিতে খ্রিস্টমণ্ডলীতে সম্প্রীতি দিবস পালন করা হয়। এ বছর তা উদ্‌যাপিত হবে ২৮ মে। পঞ্চাশত্তমী পর্ব হলো মিলন ও একাত্মতার উৎসব। সম্প্রীতি দিবস এই সময়ে বেছে নেওয়ার কারণ হলো যাতে করে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে মিলন সমাজ গড়ে ওঠে। সম্প্রীতি অর্থাৎ অন্যকে সমানভাবে প্রীতি করা মহৎ কিন্তু কঠিন একটি কাজ। বিশেষভাবে বর্তমানের ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ভোগবাদী ও স্বার্থপর সংস্কৃতির বলয়ে সম্প্রীতি আনয়ন বেশ কঠিন। এমনিতর সংস্কৃতির সাথে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী যুক্ত হয়ে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা আরো কঠিন হয়ে ওঠেছে। তবে আশাপ্রদ দিক হচ্ছে এখনো পৃথিবীর অনেক মানুষ আছে যারা সম্প্রীতির বন্ধনকে টিকিয়ে রেখেছে। কোভিড-১৯ সবাইকে এক কাতারে নামিয়ে এনে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সম্প্রীতির কত বেশি প্রয়োজন। এই কঠিন সময়েও সম্প্রীতির জয়গান রচনা করে বিভিন্ন দেশ করোনা আক্রান্ত দেশগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে। কূটনীতি বা রাজনীতির মারপ্যাচ থেকে বেরিয়ে এসে মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এই ধরণের শুভচর্চা অব্যাহত থাকা দরকার।

সম্প্রীতির সংস্কৃতি একদিনে প্রতিষ্ঠিত হবে না। অনবরত এর অনুশীলনী করে যেতে হবে। পরিবার ও স্কুলগুলোতে সম্প্রীতির বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ পরস্পরকে ভালবাসা ও সম্মান করার শিক্ষাদান জোরদার করা দরকার। একই সাথে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের প্রতিও সহিষ্ণু আচরণ করার শিক্ষা আয়ত্ত করা জরুরী। খোলা মন ও উন্মুক্ত হৃদয়ের অধিকারী হলেই আমরা পারব সম্প্রীতির সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করতে; আর তা আসবে সার্জজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ থেকেই। সম্প্রতি দিবসের এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে সহযোগিতা করার জন্য কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদেরকে ভ্রাতৃবন্ধনে বেড়ে ওঠতে সর্বদা সহায়তা করেন। †

যিশু তাঁদের আবার বললেন, তোমাদের শান্তি হোক ! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি। *(যোহন ২০:২১)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

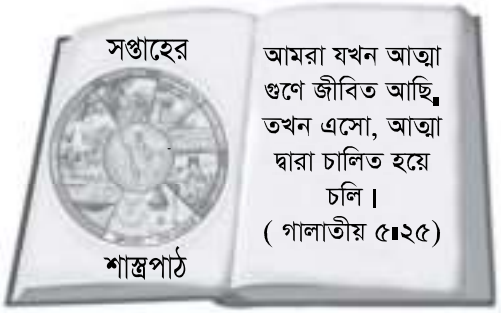

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বসমূহ ২৩ - ২৯ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৩ মে, রবিবার
শিষ্যচরিত ২: ১-১১, সাম ১০৪: ১, ২৪, ২৯-৩১, ৩৪, গালাতীয় ৫: ১৬-২৫; অথবা ১ করি ১২: ৩খ-৭, ১২-১৩
যোহন ১৫: ২৬-২৭, ১৬: ১২-১৫; অথবা যোহন ২০: ১৯-২৩

২৪ মে, সোমবার
খ্রিস্ট মণ্ডলীর মাতা মারীয়ার স্মরণ দিবস
আদি ৩: ৯-১৫, ২০; অথবা শিষ্যচরিত ১: ১২-১৪, সাম ৮৬: ১-২, ৩, ৫, ৬-৭, যোহন ১৯: ২৫-৩৪
অথবা:
বেন-সিরাখ ১৭: ২৪-২৯, সাম ৩২: ১-২, ৫-৭, মার্ক ১০: ১৭-২৭

২৫ মে, মঙ্গলবার
বেন-সিরাখ ৩৫: ১-১৫, সাম ৫০: ১, ৫, ৭-৮, ১৪, ২৩, মার্ক ১০: ২৩খ-৩১

২৬ মে, বুধবার
সাধু ফিলিপ নেরী-এর স্মরণ দিবস
বেন-সিরাখ ৩৬: ১, ৪-৫ক, ১০-১৭, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, মার্ক ১০: ৩২-৪৫
অথবা:সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
ফিলিপ্পীয় ৪: ৪-৯, সাম ৩৩: ১, ৩-৫, ১৮, ২০-২২, লুক ৬: ৪৩-৪৫

২৭ মে, বৃহস্পতিবার
বেন-সিরাখ ৪২: ১৫-২৬, সাম ৩৩: ২-৯, মথি ১০: ৪৬-৫২

২৮ মে, শুক্রবার
বেন-সিরাখ ৪৪: ১, ৯-১৩, সাম ১৪৯: ১-৬ক, ৯খ, মার্ক ১১: ১১-২৫

২৯ মে, শনিবার
মা- মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
বেন-সিরাখ ৫১: ১২-২০. সাম ১৯: ৭-১০, মার্ক ১১: ২৭-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ মে, রবিবার
+১৯৭৯ সিস্টার এম কলম্বা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০২০ ব্রাদার বিজয় এইচ. রড্রিক্স সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯১১ ফাদার পল গাদন সিএসসি
+ ১৯৯১ ব্রাদার মেরভিন বাপ্টিষ্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সিস্টার রাফায়েল্লা মন্ডল লুইজিনে
+ ২০১৭ ফাদার জেমস টি. ভেনাস সিএসসি

২৬ মে, বুধবার
+ ১৯৪৮ ফাদার রবার্ট ওয়েচুল্লিস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার উইলিয়াম মনাহান সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ ফাদার যোজেপ্পে মিলাজ্জী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সিস্টার জুভাননা তুর্কোনি এসসি (খুলনা)
+ ২০০১ সিস্টার নভিস রেখা রুথ মিনজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ শুক্রবার
+ ১৮৯৭ সিস্টার আগ্নেশ এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৫৭ সিস্টার মাওরিনা রোসিনি,এসসি
+ ১৯৭৯ ফাদার জর্জ আন্ডাচেরী (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার ভিক্টোরিয়া মারান্ডী সিআইসি (দিনাজপুর)

সবাই ভাই-বোন প্রসঙ্গে সমবায়ী কিছু কথা

মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই মহোদয়ের লেখা "সবাই ভাই-বোন এর সার-সংক্ষেপ ও অনুধ্যান" শিরোনামে লেখাটি আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছে। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পথ চলার ৮১ বছর, ১১ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ সমবায়ী অভিনন্দন জানাই।

মহামান্য মেষপালকের লেখাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও বর্তমান যুগে তার চর্চার বড়ই অভাব। ইতিহাস বড়ই বেদনাদায়ক। পাঠক সমাজের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ: সামাজিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে কিছু জানতে বা লিখতে "প্রতিবেশী পত্রিকা" নিয়মিত পড়তে হবে। প্রয়োজনে লেখকদের সাথে যোগাযোগ ও আলোচনায় ভুল-ত্রুটি সংশোধনে মতামত প্রকাশে উন্নয়ন ধারা চলমান থাকবে। নচেৎ নয়। উদাহরণ: সমাজে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে স্বনামধন্য লেখক ড. আলো ডি'রোজারিও "প্রতিবেশী বড়দিন ২০১৭" সংখ্যায় "ন্যায্য সমাজ গঠনে খ্রিস্টীয় নেতৃত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা" লেখায় বিস্তারিতভাবে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। কেউ কিন্তু তা আমলে নেয়নি। এখানেই সমস্যা। দেখবে কে? ফলে কালোমেঘের আনাগোনায় প্রভাব বিস্তারে সমাজে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। বিষয়টি হৃদয়বান ও বিবেকবান মানুষের কাছে অতিব বেদনাদায়ক।

বর্তমানে আমার বয়স ৮৭ বছর। যে কোন সময়ে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে। আমার জীবন সায়াহ্নে মহামান্য মেষপালকের নিকট সবিনয় আবেদন, ব্রাদার, সিস্টার, শিক্ষক ও ক্যাটেখিস্টদের সহযোগিতায় ভক্তদের "ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা এবং মণ্ডলীর ছয় আজ্ঞা" প্রার্থনা দুটি শিক্ষাদানে প্রত্যেকেই যার যার বিশ্বাসবোধ ও প্রত্যয়ের ঐশ্বর্য দিয়ে সবার কাছেই ভাই-বোন হওয়ার স্বপ্ন পূরণের অগ্রযাত্রা অক্ষুন্ন থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পিটার পল গমেজ
মণিপুরীপাড়া

সিলেট ডাইওসিসের নতুন বিশপের নাম ঘোষণা

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ১২ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে সিলেট ডাইওসিসের জন্য নতুন বিশপ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন যিনি অদ্যাবধি পর্যন্ত ঢাকা আর্চডাইওসিসের সহকারী বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ খবর ভাতিকান ও সিলেট ডাইওসিস, বাংলাদেশ থেকে ১২ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার স্থানীয় সময় বিকাল ৪টায় একযোগে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্প্রীতি দিবস
যত্ন করার সংস্কৃতিই হলো শান্তির পথ

এ বছর আমরা ২৮ মে বিশ্বসম্প্রীতি দিবস পালন করছি। এখন এক অদ্ভুত সময়ে আমরা বসবাস করছি; নেই মারামারি-কাটাকাটি, নেই কোন ধর্মীয় উন্মাদনা ও সহিংসতা, নেই কোন যুদ্ধ তবুও মানুষের শান্তি নেই; সারা বিশ্ব মহামারী করোনাভাইরাসের আক্রমণে ভীত ও শঙ্কিত। সবকিছু যেন স্থবির হয়ে পড়েছে। ইদানিংকালে এত মানুষের একত্রে মৃত্যু বিশ্ব কখনো দেখেনি। আবার এই সঙ্কটময় মুহূর্তে বিশ্ব-প্রকৃতি যেন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে এবং দূষণ অনেক কমে গিয়েছে। জীব জন্তু, পশু-পাখী কিছুটা স্বাধীনতভাবে বিচরণ করছে। যে মানুষ দিনে রাতে এত কর্মব্যস্ত ও অশান্ত হয়ে উঠেছিল এবং সবাইকে অশান্ত করে তুলেছিল এখন যেন তার কোন কাজ নেই, হাতে অঢেল সময়, নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখার জন্য। একই সময়ে গরীব জনগণ যাদের কাজ-কর্ম নেই এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠি যাদের জমা-জমি নেই তারা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। এই মুহূর্তে সম্প্রীতি দিবস আমাদের কি বলে? মানুষে মানুষে, পশু-পাখী, জীব-জন্তুর সাথে, ভূ-প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক ও সম্প্রীতি এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই করোনাভাইরাস ধনী, গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বৃদ্ধ-শিশু নির্বিচারে সবাইকে আক্রমণ করছে। মানবকুল ও আমাদের সবার আবাস ভূমিকে সুরক্ষিত করার জন্য সমস্ত বিশ্বের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই করোনাভাইরাসের কাছ থেকে শিক্ষাও নিতে পারি। আমাদের সবার আবাসভূমি এই পৃথিবী, ভূ-প্রকৃতি ও মানব সমাজ সবার যত্ন নিতে হবে এবং ভালবাসা ও যত্নের সংস্কৃতি তৈরী করতে হবে।

করোনাভাইরাসের দুর্যোগের সময় আমরা উপলব্ধি করেছি একে অন্যের যত্ন নেয়া, একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো কত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকৃতির যত্ন নিয়ে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গঠন কত জরুরী! সেজন্যই পোপ মহোদয় সম্প্রীতি দিবস উপলক্ষে এই বিষয়টি বেছে নিয়েছেন: "যত্ন করার সংস্কৃতিই হলো শান্তির পথ।" ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে এই পৃথিবী ও ভূ-প্রকৃতির যত্ন নেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার হাতে। হত্যা নয় বরং একে অপরকে রক্ষা করার দায়িত্ব ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে আমরা যাতে ভাই-বোনের রক্ষক হই। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মনোনীত জাতিকে তিনি নির্দিষ্ট দেশ দিয়েছিলেন এবং এ ও চেয়েছিলেন সবাই যেন মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকেন। কাউকে ভালবাসলে আমরা তার যত্ন নেই। তাকে অনুভব করি এবং তাকে অন্তরে বহন করি। তার যত্ন করতে গিয়ে আমরা কষ্ট করি ও ত্যাগস্বীকার করতেও দ্বিধাবোধ করি না। সেই ভালবাসা আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে; ঈশ্বরই সকল ভালবাসা ও যত্নের উৎস এবং আদর্শ। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা। আমরা যদি ঈশ্বরকে ভালবাসি তবেই তাঁর ভালবাসা ও যত্নের আদর্শও আমরা আমাদের জীবনে গ্রহণ করি। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে আমরা ভালবাসার কথা ভাবতেও পারি না। যিশুর জীবনেও দেখি যে, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বর আমাদের যত্ন নেন ও ভালবাসেন। ঈশ্বরই সকল ভালবাসা ও যত্নের উৎস। যিশু জগতে থাকাকালীন অবস্থায় সকল মানুষকে ভালবেসেছেন এবং বিশেষভাবে ভালবেসেছেন দরিদ্রদের, অসহায়, বিধবা, অনাথ, অসুস্থ-পীড়িতদের, সবাইকে। যিশু প্রেরিত হয়েছিলেন দীন-দরিদ্রদের নিকট মঙ্গলবাণী প্রচার করতে, বন্দির মুক্তি, অন্ধের দৃষ্টি এবং নির্যাতিতদের মুক্তি দান করতে *(লুক ৪:১৮)*। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দয়ার কাজ প্রাচীন মণ্ডলীর প্রধান কাজ বলে গণ্য করা হতো। অভাবী ভাই-বোনদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতো এবং অভাব দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। শুধু মানুষকে নয়, ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকেই ভালবাসা ও যত্ন করাই হলো যত্নের সংস্কৃতি। প্রকৃতির সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর হবে না যদি আমাদের হৃদয়ে না থাকে কোমলতা, মায়া-মমতা এবং অন্য মানুষের প্রতি দরদবোধ। শান্তি, ন্যায্যতা এবং ভূ-প্রকৃতির প্রতি যত্ন আলাদা করে দেখতে পারি না, তারা একে অপরের সাথে জড়িত। উপরোল্লেখিত গুনগুলো আমাদের জীবন ও কর্মকান্ডে কম্পাসের মতো। আমরা যদি সবাইকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসি তখনই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যত্নের সংস্কৃতি আসলে ভালবাসারই সংস্কৃতি। ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমরা মানুষের মর্যাদা দান করি। তাই আমরা অঙ্গীকার করি যত্নের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। পোপ ফ্রান্সিস যথার্থই বলেছেন যত্নের সংস্কৃতি ছাড়া শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়।

যিশু অষ্টকল্যাণ বাণীতে আমাদের শিক্ষা দেন যে, যারা নম্র, যারা দয়ালু এবং শান্তি স্থাপন করে ধন্য তারা *(মথি ৫:৩-১০)*। পোপ ফ্রান্সিস প্রস্তাব করেন আমরা যাতে যত্নের ও ভালবাসার সংস্কৃতি তৈরী করি যা শান্তিপূর্ণ সমাজ ও বিশ্ব তৈরী করতে সহায়তা করবে। অনেকে তাদের প্রতিদিনের জীবনে ছোট ছোট কাজ ও প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে এই শান্তি স্থাপন করে চলছে। অনেকে তাদের দুঃখ কষ্টের মধ্যদিয়েও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। এসো আমরা আমাদের অন্তর থেকে, আমাদের কথা ও কাজ থেকে সহিংসা দূর করি এবং হয়ে উঠি অহিংস এবং অহিংস সমাজ গঠন করি। আমরা সবাই হয়ে উঠি শান্তি স্থাপনের কারিগর।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই
সভাপতি, খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও সংলাপ কমিশন।

সম্প্রীতি দিবস উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ/প্রার্থনা সভা

তারিখ : ২৮ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার

(সুবিধা অনুসারে অন্য দিনও উদ্‌যাপন করা যায়)

মূলসুরঃ ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতি (Harmony in Fraternity)

পরিবেশঃ সম্প্রীতি দিবসের পোস্টার হিসাবে থাকতে পারে একদল মানুষ (বয়স্ক নারী পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু কিশোর, টুপী পরিহিত হুজুর, সিথিঁতে সিঁদুর পরিহিতা হিন্দু মহিলা, ক্রুশ পরিহিত পুরুষ, মহিলা, টুপী পরা ছোট কিশোর ছেলে ...) এইভাবে একটি দল দাঁড়ানো। এতে লেখা থাকবে: **ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতি**। প্রবেশ যাত্রাকালে এই পোস্টারটি হাতে উচুঁ করে ধরে রাখা যায়। বেদীর সামনে আসলে পোস্টারটি বেদীর নীচে বা কোন উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা যায়। *(অর্থপূর্ণ অন্য ধরণের পোস্টারও তৈরী করা যেতে পারে।)*

প্রবেশ অনুষ্ঠান

১। **শোভাযাত্রা :** সেবকদল ও নৃত্যকন্যাদের নিয়ে পৌরহিত্যকারী যাজক বেদীর দিকে অগ্রসর হন। নৃত্যকন্যারা শুধুই নৃত্যসেবায়। প্রকৃত অর্থে শোভাযাত্রার সময় সর্বাগ্রে থাকবে ধূপবহনকারী। ধুপের ধূয়া উড়তে থাকবে। এরপর দুইদিকে বাতি ও মাঝখানে ক্রুশ-হাতে সেবক, অন্যান্য সেবক এবং পৌরহিত্যকারী ও তাঁর দু'দিকে সহার্পণকারী, তাদের সামনে মাঝখানে মঙ্গলবার্তা উচুঁতে তুলে একজন ডিকন বা পুরোহিত।

শোভাযাত্রাকালে গান : (১) নন্দিত মনে প্রভুর ভবনে মিলেছি সকলে এসে (গীতাবলী ২২)

(২) আইস আমরা তাঁহার আবাসে যাই (গীতাবলী ৭)

বেদীর নিকট পৌছালে পবিত্র ক্রুশের প্রতি আনত মস্তকে ভক্তি করার পর বেদীমঞ্চে গিয়ে বেদী চুম্বন করেন ও বেদীর চারিদিকে ধূপারতি দেন। অত:পর সবাই বসবে।

২। **সম্প্রীতি দিবসের তাৎপর্য ও মূলসুর :** এখন পৌরহিত্যকারী নিজে বা অন্য একজন **সম্প্রীতি দিবসের তাৎপর্য** এবং **এবারের মূলসূরকে** ঘিরে একটি ভূমিকা দেবেন। নিম্নে একটি নমুনা দেওয়া হল

ত্রিত্বিক ঐক্য ও ত্রিত্বিক মিলন : কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্রীয় রহস্য হল পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য : পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা। ত্রিত্বের প্রত্যেকটি ব্যক্তি আপন সত্ত্বায় এক ও একক এবং ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। আবার এই তিন ব্যক্তি একত্রে এক ঈশ্বরের প্রকাশ, ত্রিত্ব ঈশ্বর। পিতা সৃষ্টিকর্তা, পুত্র মুক্তিদাতা ও পবিত্র আত্মা নিত্য সহায়ক ও জীবনদাতা। পবিত্র আত্মা নিত্য অধিষ্ঠিত বলেই পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের দেওয়া মিশনকর্ম পূর্ণভাবেই সম্পাদন করতে পেরেছিলেন *(ইসাইয়া ৬১:১-২; লুক ৪:১১-১৮)*। এই ত্রিত্বের মধ্যে দেখতে পাই এককত্ব; আবার মিলনত্ব। কেউই বড় বা ছোট নয়, প্রত্যেকজনই নিজ স্থানে একক ও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এককত্ব আবার মিলনাত্বক: তিনে মিলে এক। ত্রিত্ব ঈশ্বর। রয়েছে এখানে ত্রিত্বিক ঐক্য ও ত্রিত্বিক মিলন।

ত্রিত্বের চেতনায় সম্প্রীতি: সম্প্রীতি শব্দটির মধ্যে দু'টো শব্দের সংমিশ্রণ দেখতে পাই। সম+প্রীতি। সম অর্থাৎ সমান, একই পরিমাণ, একই ধরণ; এখানে নেই কোন বৈষম্য, বা ভেদাভেদ। প্রীতি বলতে বুঝি ভালবাসা, প্রেম স্বীকৃতি, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। এই সম্প্রীতি যেখানে সমভাবে সমপরিমানে প্রকাশ করা হয়, সেখানেই সম্প্রীতি।

সম্প্রীতি দিবস ২০২১ : প্রতি বছর সম্প্রীতি দিবস উদ্‌যাপন করা হয় পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী শুক্রবারে। এই বছর সম্প্রীতি দিবস হচ্ছে ২৮ মে, শুক্রবার। প্রতি বছর পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের কোন বাণী/পালকীয়পত্র বা কোন পোপীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সম্প্রীতি দিবসের মূলসুর নেওয়া হয়। এই বছর সিবিসিবি সংলাপ কমিশন সম্প্রীতি দিবসের মূলসুর নির্ধারণ করেছে পোপ মহোদয়ের **"ফ্রাতেল্লী তুত্তি"** (আমরা সবাই ভাই) এই পালকীয় পত্রটিকে ঘিরে। শিরোনামটির আক্ষরিক অর্থ হল: সবাই ভাই-বোন। এবারের মূলসুর: ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতি (Harmony in Fraternity) আসুন সবার সাথে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে মূলসুরটির চেতনা নিজেদের মাঝে, সবার মাঝে ছড়িয়ে দেই।

পবিত্র খ্রিস্টযাগ

প্রথম ভাগ : প্রস্তুতি

(সকলে দাঁড়ালে পর পৌরহিত্যকারী **ক্রুশচিহ্ন করে ও সম্ভাষণ** জানিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু করেন।

- ***দয়া ভিক্ষা (সকলে):*** সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ...
- ***যাজক :*** সাধারণ ক্ষমার বাণী উচ্চারণ

হে প্রভু দয়া করো, হে খ্রিস্ট দয়া করো, হে প্রভু দয়া করো।

(যদি গান গাওয়া হয় তবে: হে প্রভু আমাদের দয়া করো...)

মহিমাস্তোত্র : জয় পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকে জয় (সহজ সুরের "জয় পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকে জয়" গাওয়া বাঞ্ছনীয়। সবাই গাইতে পারবে) *(গীতাবলী ৭৪)*

উদ্বোধন প্রার্থনা

হে পিতা পরমেশ্বর, ত্রিত্বরূপে তোমার সত্তার জয়গান করি। ত্রিত্বিক ঐক্য ও ত্রিত্বিক মিলন ধ্যান ক'রে আমরা খ্রিস্টীয় ভ্রাতৃত্বে এক মিলন সমাজ গড়ে তুলতে চাই। অনুনয় করি তোমায় : আমরা যেন বর্তমানের হিংসা-বিদ্বেষ অহংকার বর্জন করে একে অন্যকে ভ্রাতৃত্বে গ্রহণ ক'রে নিয়ে সম্প্রীতির সমাজ গড়ে তুলতে পারি এবং একদিন তোমারই সঙ্গসুখে চির আনন্দে বসবাস করি। পবিত্র আত্মার সংযোগে হে পিতা তোমার সঙ্গে এক ঈশ্বররূপে যুগ যুগ ধরে বিরাজমান তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে। আমেন।

দ্বিতীয় ভাগ : ঐশবাণী ঘোষণা

- প্রথম পাঠ শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৬
  ধুয়োসহ সামসঙ্গীত ১৩৩
- দ্বিতীয় পাঠ: রোমীয় ১২:৯-১৩ অথবা ১ যোহন ৪:১৬-২১
- বাণী বন্দনা : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া
- মঙ্গলসমাচার লুক ১০:২৫-৩৭ অথবা যোহন ১৫:৯-১৭
- **উপদেশঃ** (সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া হলো)

১। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই সামাজিক পত্রটি লিখেছিলেন যে উদ্দেশে তা হল আসিসির সাধু ফ্রান্সিস তাঁর সংঘের সবাইকে ভাই বলে সম্বোধন করতে এবং মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধে জীবন যাপন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পোপ মহোদয় তাই কামনা করেন পৃথিবীর সব মানুষ যেন হয়ে উঠে এক ভ্রাতৃ পরিবার (human family)

২। ***ভ্রাতৃত্ব কি?*** অন্তর দিয়ে একে অন্যকে গ্রহণ করা; সুখ-দুঃখের সহভাগি হওয়া; পারস্পরিক সহযোগিতা; এক স্বচ্ছ-সুন্দর নির্ভেজাল এক সম্পর্ক। পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে, দেশে-বিদেশে, গোটা বিশ্বে।

৩। ***বর্তমান পরিস্থিতি:*** পৃথিবী যেন কালো মেঘে ঢাকা; মারণাস্ত্র তৈরী; যুদ্ধ বিগ্রহ; হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। প্রয়োজন ভালবাসা: দৃশ্যমান ভালবাসা। কার্যশীল ভালবাসা। শুরু হউক পরিবারে।

৪। ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি একই সঙ্গে চলে। একটি ছাড়া অন্যটি টিকতে পারে না। একই ঈশ্বরের সৃষ্টজীব আমরা সবাই। এই সত্য স্বীকার করেই যখন ভাইবোন হিসাবে আমরা একে অন্যকে গণ্য করি তবেই সম্প্রীতির বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হই; কাছে বা দূরে অবস্থান করেই।

৫। ***আসিসির সাধু ফ্রান্সিস:*** প্রকৃতির সাথে, পশু-পাখীর সাথে সম্প্রীতি; কথোপকথন, মিলন-বন্ধন।

৬। ***বর্তমান করোনা পরিস্থিতি:*** মানুষকে ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ করছে: সেবা করে, ডাক্তারী চিকিৎসা দিয়ে, টীকা দান করে এমন কি সমাধি দেওয়ার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে একে অন্যের ভাইবোন হয়ে উঠছে।

৭। ***ভূলুণ্ঠিত ভারত ও বর্তমানকালের দয়ালু সামারীয় :*** কোভিড ১৯ : পৃথিবীর সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা ভারতের। করোনা নামক দস্যুর আঘাতে ভারত ক্ষত-বিক্ষত, ভূলুণ্ঠিত। গা শিউরে উঠে ভিডিওগুলো দেখলে। ভ্রাতৃসম্প্রীতির টানে এগিয়ে আসে আমেরিকা, বৃটেন, স্পেন। এশিয়া থেকে চীন, জাপান এবং আরো। ভারতকে সাহায্য করছে পাকিস্তান ও আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এখানে নেই কোন অতীতের বিড়ম্বনা, নেই ধর্ম-বর্ণ কৃষ্টি-সংস্কৃতির বৈষম্য। ভ্রাতৃ সম্প্রীতির টানেই দয়ালু সামারীয়ের স্থান নিয়ে ছুটছে ভারতের ভাইবোনদের কাছে যারা করোনার আঘাতে, অক্সিজেনের সংকটে এবং আরো হাজারো ঘাত-প্রতিঘাতে করছে হাহাকার, চিৎকার; চলছে প্রিয়জন হারানোর শোক-কান্না! আমরা প্রার্থনা দিয়ে ভারতের ভাইবোনদের কাছে ভ্রাতৃ-সম্প্রীতি প্রকাশ করতে পারি; দয়ালু সামারীয় হয়ে উঠতে পারি।

- ***বিভিন্ন উদ্দেশে প্রার্থনা:***

১। ভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী সবকিছু বর্জন ক'রে বর্তমান পৃথিবীর মানুষ যেন ভ্রাতৃত্বের অনুপন্থী সবকিছু গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ক'রে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়।

২। প্রত্যক পরিবারে যেন ভ্রাতৃ সম্প্রীতির বাস্তবায়ন ঘটে।

৩। প্রতিটি মণ্ডলীর মধ্যে যেন আভ্যন্তরীন শান্তি সম্প্রীতি বিরাজ করে।

৪। আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে আমরা যেন সম্প্রীতির সমাজ গড়ে তুলতে পারি ।

৫। বর্তমান ভারতকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন দেশ যেন এগিয়ে আসে এবং আমরা যেন প্রার্থন দিয়ে ভারতের কাছে আমাদের ভ্রাতৃ সম্প্রীতি প্রকাশ করি।

পরিচালক: হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, গভীর বিশ্বাস, আশা ভরসা নিয়ে আমরা তোমার কাছে আমাদের এই উদ্দেশ্য-প্রার্থনা তোমার কাছে তুলে ধরেছি। অনুনয় করি, আমাদের এই প্রার্থনার ডালি তুমি গ্রহণ কর এবং তোমারই পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ণ কর। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।

তৃতীয় ভাগ : পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান

- **যজ্ঞ-প্রস্তুতি**

অর্পণ-গীতি:

(১) তুমি যখন বেদীতে (গীতাবলী ১২১)

(২) অঞ্জলী ভরি এসেছি প্রভু (গীতাবলী ১৪৩)

(৩) আশীষ কর এই দান (গীতাবলী ১৪৬)

- ভ্রাতৃগণ প্রার্থনা কর ...

তাঁর নামের প্রশংসা ...

অর্পণ প্রার্থনা

হে পরম পিতা, তোমার পুত্র যিশু খ্রিস্ট নিজের প্রাণের মূল্যে তোমার জন্য অর্জন করেছিলেন একান্তই তোমার এক জনমণ্ডলী। সদয় হয়ে তোমার সেই জনমণ্ডলীর মধ্যে তুমি প্রতিষ্ঠা কর তোমার আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সম্প্রীতি। এই প্রার্থনা করি প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।

- ধন্যবাদিকা স্তুতি (পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব/ পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব)
- **যজ্ঞ উৎসর্গ** : খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা: যজ্ঞরীতি পুস্তক-খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা ২
- **যজ্ঞভোজ :** প্রভুর প্রার্থনা (ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির চিহ্ন হিসাবে প্রার্থনাটি পরস্পরের হাত ধরে করা যেতে পারে। তবে ঐচ্ছিক)
- **খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ**

প্রসাদিকা গীতি

(১) শান্তি যেখানে সেখানে আমিও আছি (গীতাবলী ২২২)

(২) বাঁধে যে রুটিকা সবারে সবার সনে (গীতাবলী ২৩৯)

(৩) আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড় (গীতাবলী ২১৪)

(৪) তোমাকে ভালবাসা যা না প্রভু যদি (গীতাবলী ২৫৬)

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, এই খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে আমরা তোমাকে অনুনয় করি :

আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির নতুন প্রেরণা ও চেতনা জাগিয়ে তোল;

আমরা যেন প্রথমে নিজেদের মধ্যে খ্রিস্টীয় ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পারি এবং তা আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দিতে পারি। গোটা বিশ্বে গড়ে উঠে যেন এক বিশ্ব ভ্রাতৃসমাজ। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।

সমাপন: আশীর্বাদ ও বিদায় সম্ভাষণ

সমাপন গীতি

(১) হাতে হাতে হাত ধরে চলরে (গীতাবলী ২৬৬)

(২) ধর লওরে ঈশ্বরের প্রেম প্রভু ডাকে আয় (গীতাবলী ৮৩৭)

বি: দ্র:

পরিস্থিতি অনুকুল হলে খ্রিস্টযাগের পরে বাইরে এসে উপাসক মণ্ডলী বিশেষ চিহ্ন দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বিরাজমান তা প্রকাশ করতে পারে।

খ্রিস্টযাগের পরেই একই আমেজে এই মূলসুরের উপর আন্তঃধর্মীয় বা অন্তঃমাণ্ডলিক সেমিনার, গোল টেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা করা যেতে পারে॥

আদিবাসী ধারণায় সম্প্রীতি

ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি

সম্প্রীতি হল মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সদ্ভাব, সদ্ব্যবহার, মানুষে মানুষে একত্রে মিলে মিশে বসবাস করা, অপরের দুঃখ-কষ্টে, বিপদে সংকটে পাশে দাঁড়ানো, সাহায্য সহযোগিতা করা, ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং শান্তিপূর্ণ ও প্রেমপূর্ণ সহাবস্থান করা। বাংলাদেশ সম্প্রীতির এক চারণ ভূমি। যুগ যুগ ধরে লালিত হয়ে আসছে সম্প্রীতির প্রীতি বন্ধন এবং এদেশের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি ও ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করে আসছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ও খ্রিস্টান, বাঙালি ও আদিবাসী সবাই সম্প্রীতির বন্ধনে জড়িয়ে আছে। ধর্মীয় উৎসব ঈদ-বড়দিনে, বৌদ্ধ পূর্ণিমায়, পূজা-পার্বণ যেমন: দুর্গাপূজা, স্বরস্বতীপূজা, কালীপূজা, সামাজিক উৎসব বিবাহ ও নববর্ষে, রাষ্ট্রীয় উৎসব স্বাধীনতা দিবস, ভাষা দিবস, বিজয় দিবস, গারোদের ওয়ানগালা, পার্বত্য এলাকার বৈসাবি উৎসব অর্থাৎ ত্রিপুরাদের বৈসু, মারমাদের সাংগ্রাই, চাকমাদের বিজু উৎসবে সবার উপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। তারপরেও ধর্মীয় গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, স্বার্থপরতা, সম্প্রীতিকে গ্রাস করেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিবাদ, অশান্তি, সংঘাত, কোন্দল, দ্বন্দ্ব ও শ্রেণীভেদ যা সম্প্রীতির বন্ধনকে শিথীল করে দিয়েছে। তাই সম্প্রীতির জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায় যে, সারা বিশ্বেই ধর্মীয় সংঘাত ও যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সংঘাত সংঘটিত হয়েছে। মুসলিম-খ্রিস্টানদের মধ্যে, ইহুদী-মুসলিমদের মধ্যে, হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে, বৌদ্ধ-মুসলিমদের মধ্যে, আদিবাসী-বাঙালির মধ্যে সংঘাত ও যুদ্ধ হয়েছে। এ সংঘাত ও যুদ্ধের কারণ হল ধর্মীয় গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও অহংকার। কেননা সকলে নিজ নিজ ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অপরের ধর্মকে অবহেলা করেছে। বাহু শক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে যুদ্ধ করেছে। আর এই যুদ্ধই খ্রিস্টীয় নেতৃবৃন্দের মনে নতুন আশা ও উদ্দীপনা জাগিয়েছে। তারা স্বপ্ন দেখেছেন কিভাবে দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পৃথিবীকে আবার শান্তিময় করা যায়, আবাসযোগ্য করে তোলা যায়, ধর্মীয় সংঘাতের পরিবর্তে মিলন ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলা যায়। তাই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভায় এই নিয়ে পোপ, কার্ডিনালগণ ও বিশপগণ আলোচনা করেন। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই গঠিত হয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন। সম্প্রীতির জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপই হল প্রধান উপায়। কেননা সংলাপ ছাড়া সম্প্রীতি গড়ে তোলা যায় না। আর তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরই সম্প্রীতি দিবস পালিত হয়ে আসছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা প্রকৃতিগত ভাবেই সম্প্রীতির সমাজ। তাদের পাড়া বা গ্রামে প্রবেশ করলে বুঝা যায় তারা কতটা আন্তরিক ও উদার। কত অনায়াসেই এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়া যায়। তারা কত মিলে মিশে বসবাস করে। পার্বত্য এলাকা কিংবা সিলেটের পুঞ্জিগুলোর আদিবাসীরা একত্রে বসবাস করে, কোন দেয়াল, কোন বেড়া নেই। সমতলের গারো, উঁরাও, সাওতাল আদিবাসীরাও একত্রে বসবাস করে, অধিকাংশ গ্রামে বা পাড়ায় কোন সীমানা, প্রাচীর কিংবা বেড়া দেয়া নেই। তবে কিছু কিছু পরিবারে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তারপরেও আদিবাসীরা মনে করে তারা সবাই বিশ্ব পরিবারের সন্তান। আদিবাসীরা একে অপরের সাথে সম্প্রীতির বন্ধনে যুক্ত। যেন কোন অনুষ্ঠান যেমন; বিয়ে, শ্রাদ্ধ, প্রীতি ভোজ, গারোদের ওয়ানগালা, চাকমাদের বিজু, মারমাদের সাংগ্রাই, ত্রিপুরাদের বৈসু, উঁরাওদের কারাম, খাসিয়াদের জিঙাসিং প্রভৃতি উৎসবগুলোতে তারা একত্রে উৎসব করে। কারো বাড়িতে উৎসব মানে সবারই উৎসব। গ্রামের সবাই তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দিলেই চলে। নারী-পুরুষ যার যার সাধ্যমত কাজে অংশগ্রহণ করে। কেউ রান্নার কাজে যেমন; পেঁয়াজ, রসুন, আদা প্রস্তুত করা, পান-সুপারি প্রস্তুত করা, জল তোলা, শুকর মারা, মাংস কাটা, রান্না করা, পরিবেশন করা সব কিছুই নিজেরা করে থাকে। অনুষ্ঠান আয়োজকের বাড়িতে গারোরা নিজেদের সাধ্যমত সবজি, মুরগী, চাল, ডাল, 'চু' (নিজের তৈরীকৃত বিশেষ পানীয়) প্রভৃতি নিয়ে আসে। কেউ খালি হাতে আসে না। প্রত্যেক বাড়ি থেকেই কিছু না কিছু আসে। তারা একে অপরকে এভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। খ্রিস্টবিশ্বাসী গারোরা বড়দিন ও ছোটদিনে (নববর্ষ) তারা গ্রামের সবাই একত্রে খাওয়া দাওয়া করে এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাদের নিজেদের মধ্যে একটা সম্প্রীতির নিদর্শন দেখা যায়। আদিবাসী গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী থাকলেও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো তারা সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপন করে। ক্যাথলিক, প্রটেষ্ট্যান, অখ্রিস্টান, সংসারে যে ধর্মবিশ্বাসের মানুষই থাকুক না কেন তারা সবাই সম্মিলিতভাবে এবং একত্রে অনুষ্ঠানাদি উৎসব করে। তাদের দেখে আপনি বুঝতেই পারবেন না তারা ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীর লোক। কোন অনুষ্ঠানে গেলে দেখতে পাবেন ছোট বড় সবাই একসাথে অনুষ্ঠান করছে, বসে আলাপ করছে, কীর্তন করছে, নারী-পুরুষ মিলে রে রে, সেরেনজিং নামক পালা গান করছে। একসাথে বসে ত্রিপুরা গরাইয়া নৃত্য করছে।

আদিবাসীরা শুধু আদিবাসীদের জন্যই চিন্তা করে না বরং পরের জন্যও চিন্তা করে। একবার আমি খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার ফেনী নদী বেষ্টিত কলসীমুখ নামক গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামটির আকৃতি ঠিক কলসীমুখের মত দেখতে। তিন দিক থেকে ফেনী নদীর গতিপথ বেষ্টিত গ্রামটির পুরোটাই ভারতের গর্ভে। গ্রামটিতে ত্রিপুরা-মারমাদের বসবাস। যাওয়ার পথে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে গাছতলায় কলসী রাখা আছে। একজনকে জিজ্ঞাস করলাম কেন গাছতলায় কলসী রাখা আছে। উত্তর দিল, কলসীতে জল রাখা আছে। কোন পথিক যদি তৃষ্ণার্ত হয় তবে সে যেন জল পান করতে পারে, সে জন্যই জলভর্তি কলসী রাখা আছে। অন্যের জন্য তাদের চিন্তা-ভাবনা, মহানুভবতা সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল আদর্শ। তাদের মত এমন করে কত জন চিন্তাভাবনা করতে পারে কিংবা উদ্যোগ নিতে পারে?

আদিবাসী সমাজে কেউই পর নয়। আদিবাসীরা যথাসম্ভব নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান করে থাকে। গ্রাম্যপ্রধান যেমন; নকমা, মাতব্বর, মন্ত্রী, কারবারী তারাই সমাধান করে থাকে এবং সবাই তার কথা মান্য করে চলে। তারা কোর্ট-কাচারী ও আদালতে যায় না বললেই চলে। তাদের যাওয়ার প্রয়োজনও পড়ে না। কোন সমস্যা হলে নিজস্ব কিছু প্রচলিত আইন-কানুন দ্বারা মিমাংসা করতে চেষ্টা করে। ক্ষমা বা জরিমানা দ্বারাই তা সমাধান হয়ে থাকে। তাতে তাদের সম্প্রীতি ও একতা বজায় থাকে। এভাবে তারা যুগের পর যুগ নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, বিপদে আপদে একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা করে। তারা অভাব অনটনে একে অপরকে সাহায্য করে। তাই তাদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি নেই। সমাজের কেউই তাদের পর নয়, সবাই তাদের আপনজন। আদিবাসীরা অনেক সময় একই গ্রামে কয়েকটি জাতি-গোষ্ঠির লোক মিলে বসবাস করে। এক গ্রামে ত্রিপুরা-মারমা-চাকমা, গারো-হাজং-কোচ-বানাই, উঁরাও-সাওতাল মিলে মিশে বসবাস করে যা সম্প্রীতির নিদর্শন। ঈশ্বর চান মানুষ যেন মিলে মিশে বসবাস করে, সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে, প্রতিবেশীকে ভালবাসে। তিনি চান না, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-ঘৃণা-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণে মানুষের বিনাশ। তিনি চান, বিশ্ব পিতার কোলে একই ভাই বোন হয়ে সুখে শান্তিতে থাকুক। যিশুর বাণী "তারা যেন এক হয়" তারা তাদের জীবনে অনুশীলন করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো যিশুর বাণী শুনেননি, খ্রিস্টবিশ্বাসী নন তবু তারা মনে প্রাণে যিশুর সেই বাণী পালন করছে। তারা চেষ্টা করে ধর্মে ধর্মে সুসম্পর্ক, জাতিতে জাতিতে ঐক্য, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি, পরিবারে পরিবারে মিলন, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে। তারা চায় মৌলবাদ, ক্ষুদ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা, সংঘাত থেকে সকলকে মুক্ত করতে এবং জাতি-গোষ্ঠি, ধর্ম-বর্ণ ও বিভিন্ন গোত্রের মানুষের সাথে সম্মিলন॥ ৯০

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির চেতনা

ফাদার লুক কাকন কোড়াইয়া

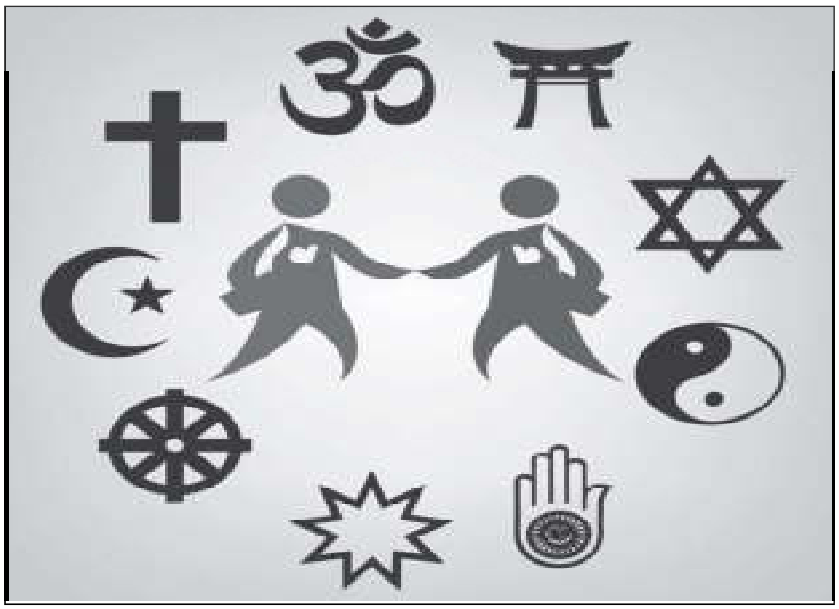

সত্য তথা স্রষ্টার অন্বেষণেই মানব মনে শান্তি। জগতে বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি যেন একদিকে হতে পারে স্রষ্টার খোঁজে মানুষের প্রাণের আকুলতার একটি রঙিন চিত্র। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষ বস্তুগত উন্নয়নের ধারায় থেকেও নিজ প্রাণের সাথে স্রষ্টার সংহতির দিকটি ঠিকই অল্প-বিস্তরে খোঁজে নিয়ে চলেছে সম্মুখপানে। ব্যক্তিগত জীবনে সে একদিকে যেমন স্রষ্টা সমন্ধীয় অতি প্রাকৃত, পবিত্র ও প্রশান্তির অনুভূতি পোষণ করে, অন্যদিকে উপলব্ধি এই অভিজ্ঞতা সম্মিলিত চিন্তায় একটি নৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের নিজেদেরকে একত্রিত হতে প্রেরণা দেয়। তাই বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের শুরু থেকেই ধর্ম অনুসরণ বা ধর্ম পালন প্রকারন্তরে সৌহার্দ্যপূর্ণ একত্রিত জীবন-যাপনের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলে।

এ জগতে অনেক ধর্ম ও সংস্কৃতি রয়েছে, যা নিজস্ব পন্থায় প্রসারতা পেয়েছে। একইভাবে ধর্মের বিপরীতে জীবন অনিষ্টকারী বিভিন্ন মতবাদেরও (ভোগবাদ, বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ) উদ্ভব হয়েছে, যা অনুসরণে জীবনের ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। তবুও জীবন সঞ্চারী হাজার বছরের পুরাতন মোড়কে আবৃত্ত এই নির্মল ধর্মজ্ঞান ও ধর্মীয় চর্চা থেকে উৎসারিত ঐতিহ্যগত মূল্যবোধগুলি যত ইন্দ্রিয়গত সুখ-ভোগ এবং অনেক কিছু পাওয়া না পাওয়ার হিসাবের টানাপোড়নের মধ্যেও ধর্মীয় ভাবধারাকে রক্ষা করে জীবনের প্রবাহকে চলমান রেখেছে। এটা যেন হাজার বছরের বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যে একটি সম্প্রীতির-ই দৃষ্টান্ত।

'ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে কিংবা প্রতিহিংসার বীজ বপিত হয় ধর্মের মাধ্যমে'- এমন কথা বলে কেউ-কেউ নাস্তিকতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, "বর্তমান আধুনিক জগতের আর্তনাদ হলো মনুষ্য বিবেকের বিকৃত অবস্থা, ধর্মীয় মূল্যবোধও চেতনার ঘাটতি, একনায়কতন্ত্রবাদ ও এর সঙ্গে জাগতিক ভোগবিলাস, যা মানুষের অন্তরে গভীরভাবে স্থিত তা মানুষকে শুধু জাগতিকতার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং যা সত্যি ঐশ্বরিক ও ধর্মীয় উপলব্ধির পরিপন্থী *(ফ্রাতেল্লি তুত্তি-২৬৪)*। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম মানুষের মাঝে ভক্তির উদ্রেক করেছে এবং সভ্যতার ইতিহাসে মানুষকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিচয় দান করেছে। তবে যে মাত্রায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কৌশল এর তত্ত্বগত ধারণা মানব কল্যাণের লক্ষ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আদান-প্রদান হয়, সংকীর্ণতার বেড়াজালে থেকে একই মাত্রায় বিভিন্ন ধর্মের সুন্দর মূল্যবোধ এর মাধূর্য আমাদের বিমোহিত করে না।

পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে বিশ্বাস ও অনুশীলনের পার্থক্য রয়েছে। ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এগুলোর মধ্যে সাধারণ কতগুলো দৃষ্টান্ত ও বিষয় রয়েছে যা সব ধর্মের মধ্যে একই রকম। প্রত্যেক ধর্মেই মানুষকে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। কোন ধর্মই মিথ্যাকে অবলম্বন ও প্রশ্রয় দেয়া অনুমোদন করে না। বিভিন্ন ধর্মের অনবদ্য শিক্ষা হলো: ভালবাসা, দয়া, ত্যাগস্বীকার, পরোপকার এবং ভ্রাতৃত্ববোধ। এসকল গুণাবলীতে পরিচালিত হয়ে আমরা জগতে টিকে থাকতে, উন্নতি করতে, পরিপূর্ণতা অর্জন করতে প্রেরণা লাভ করি। বছর ধরে চলমান কোভিড ১৯ মহামারী বিশ্বজুড়ে মানবজাতির মধ্যে সম্প্রীতির চেতনা আরো গভীর উপলব্ধিতে নিয়ে এসেছে। বিশ্ব প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, বিভিন্ন ধর্ম-জাতি- কৃষ্টি- সংস্কৃতির অধীনস্থ মানবজাতি ও অন্যান্য প্রাণীকূল একত্রে কত বেশি অঙ্গীভূত! আবার, স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকারী মানব ব্যক্তি ও মানব সমাজ কত অসহায়! অসহায়ত্ব অবস্থা মাত্র গরীব বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মানদণ্ডে সীমিত থাকেনি। তাই সমগ্র মানবজাতি যেন মহামারির এই ভয়াবহ অবস্থায় স্রষ্টার সন্নিকটে একত্রে দাঁড়িয়েছে এবং অন্যের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ও আত্মদানের পরম অভিজ্ঞাও পেয়েছে।

মানবজাতির পক্ষে জগতকে স্রষ্টার দৃষ্টিতে দেখা- এ এক বিরল অভিজ্ঞতা। ধর্মীয় বৈসাদৃশ্য ভুলে ধর্মীয় গুণে নতুন উপায়ে জীবনের প্রতিপালন ও যত্নের প্রতি সর্বোচ্চ বিনিয়োগ ও আন্তরিকতার প্রতি দৃষ্টি বেড়েছে। জীবন-জীবন প্রণালী, পারস্পরিক সম্পর্ক, বস্তুগত উন্নয়ন, সংরক্ষণ, বিনিয়োগ-চিন্তাধারায় আরও খাঁটি, জীবনধর্মী ও টেকসই করার মানসে সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের দিকটি যেন জোড়ালোভাবে চেতনায় এসেছে। এটাই যেন সত্যিকার মানব অস্তিত্বের রহস্যের অংশবিশেষ। এ সকলকিছুই যেন বিভিন্ন ধর্মের স্বাদ ও নির্যাস থেকে উৎসারিত॥

ফ্রাতেল্লী তুত্তি ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতি

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

পূর্বকথা : জেনে রাখা ভাল যে, সাধারণত পোপগণ তাঁদের সর্বজনীন পালকীয় পত্রের শিরোনাম দেন ল্যাটিন ভাষায়: যেমন এই পোপ ফ্রান্সিসেরই পত্র: আমোরিস লেতিৎচিয়া (ভালবাসার আনন্দ), *এভাঞ্জেলিই গাউদিউম* (মঙ্গলসমাচারের আনন্দ) ইত্যাদি।

শিরোনামটির শব্দগত দিক: জানি অনেকের কাছেই খট্‌কা লাগবে শিরোনামটি দেখেই। বিস্ময়ে কেউ কেউ বলে উঠবে: ও মা! ফ্রাতেল্লী তুত্তি! এইডা আবার কি ভাষা গো ফ্রাতেল্লী তুত্তি শব্দ দু'টি ইতালীয়ান ভাষার, যা পোপ মহোদয় ব্যবহার করেছেন তাঁর একটা সার্বজনীন সামাজিক ও পালকীয় পত্রে। তিনি ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার না করে ইতালীয়ান ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর পত্রের শিরোনামটাই দিয়েছেন ফ্রাতেল্লি তুত্তি। শব্দ দুটি ইতালীয়ান ভাষা। বাংলায় আক্ষরিক অর্থ : ভাইয়েরা সবাই। ফ্রাতেল্লী বহুবচন; অর্থ "ভাইয়েরা"; ফ্রাতেল্ল এক বচন "ভাই"। *তুত্তি* সকলেই (বহুবচন)। এখন বলি তাহলে: ফ্রাতেল্লী তুত্তি মানে হল আক্ষরিকভাবে: Brothers all সবাই ভাইয়েরা। বাংলায় দুটো একসঙ্গে বহুবচন হয় না; তাই ভাই সবাই। ভাষার মাধুর্যে: সবাই ভাই।

শব্দটি সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে (Inclusive) : শেখ মুজিব যখন উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন: "ভাইয়েরা আমার ----! বোনদের বাদ দেন নি। এ'টি ছিল Inclusive । ভাইবোন সবাই। এখানেও তাই: সবাই ভাইবোন। আমরা সবাই ভাইবোন। এখানে রক্ত সম্পর্ক প্রধান নয় ; ঈশ্বরের সৃষ্ট মানবজাতি প্রধান।

আলোচ্য প্রসঙ্গ: ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতি

(১) ভ্রাতৃত্ব: এটি একটি বিশেষ্য, গুণগত বিশেষ্য। যেমন ভাল (good) ভালত্ব, (goodness) ল্যাটিন শব্দ *Frater* অর্থ ভাই, Brother, ইংরেজী Fraternity হল ভ্রাতৃত্ব। ভালত্ব, ভ্রাতৃত্ব কোন বস্তু নয়, এ'টি একটি মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি। তাই প্রকাশের বিষয়। অন্তরের বিষয়ও বটে। অন্তরে যদি ভ্রাতৃত্ব তথা ভ্রাতৃত্বের মনোভাব থাকে তবেই তা কাজেকর্মে আচরণে প্রকাশ পাবে। এই ভ্রাতৃত্বের বড়ই অভাব বর্তমানে।

(২) ভ্রাতৃত্বহীন পৃথিবী : পোপ মহোদয় বলেন বর্তমান জগত আকাশের কালো মেঘে ঢাকা: যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-বিদ্বেষ, মারণাস্ত্র/মরণাস্ত্র তৈরী, দুই নাম্বারী, চুরি-চামারী ; মিথ্যার ছড়াছড়ি ইত্যাদি। বলা যায় যা মূল্যবোধের দিক দিয়ে পাপময়, abnormal তাই যেন হয়ে গেল normal অত্যন্ত স্বাভাবিক; যেমন মোবাইলে মিথ্যা বলা; অতিরঞ্জিত বলে নিজেকে জাহির করা; ফলে ফরমালিন দেওয়া ইত্যাদি যেন আজকাল মামুলী বিষয়। একান্তই স্বাভাবিক। সাধুতা, নম্রতা, স্বচ্ছতা, বড়দের সম্মান, গুরুভক্তি এসব যেন সেকেলের; বর্তমানে এগুলো মনে হচ্ছে চলে না। উপরন্তু করোনা ভাইরাস!!

(৩) হতাশায় আশা: তবে এমন নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেও পোপ মহোদয় আশার আলো দেখান।

আশা জাগ্রত হয় আমাদের বিশ্বাস থেকে যে, আমাদের সকল সমস্যা এবং পরীক্ষারই একটি অর্থ রয়েছে, রয়েছে একটি মূল্য ও একটি উদ্দেশ্য। এগুলোর কারণ তথা এগুলো কেন ঘটল তা বুঝতে অথবা এগুলো থেকে বেরিয়ে আসার উপায় যতই কঠিন হোক না কেন, এগুলোর মূল্য ও উদ্দেশ্য আছেই। একই সাথে আশা এই বিশ্বাসও বহন করে যে, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই বিরাজ করে কল্যাণ বা মঙ্গলময়তা। অনেক সময়, কঠিন ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে, সাহায্য, এবং এর দ্বারা আনিত আশা বেরিয়ে আসে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে যাদের আমরা খুব কমই প্রত্যাশা করি।

(৪) আশার আলো দয়ালু সামারীয়: পোপ মহোদয় আমাদের দয়ালু সামারীয় হতে বলেন। দয়ালু সামরীয়'র মত পক্ষপাতিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, ঐতিহাসিক ও কৃষ্টিগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ জয় করে অপরের নিকট প্রকৃত প্রতিবেশী হয়ে উঠতে বলেন পোপ মহোদয়। আমরা এমন এক সমাজ গড়ে তোলার জন্য সহদায়িত্বশীল ব্যক্তি যে সমাজ পতিতজনকে, দুর্দশাগ্রস্তকে নিরাময় করবে, উচ্চে তুলে ধরবে। ভালবাসা সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। আমরা তো ভালবাসার নিমিত্ত সৃষ্ট। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রত্যেককে "ছুড়ে ফেলে দেয়া" ব্যক্তি'র মধ্যে যিশুকে দেখতে পরামর্শ দেন (ফ্রাতেল্লী তুত্তি অধ্যায় ২) ।

ভালবাসা-ভ্রাতৃত্ব-সম্প্রীতি:

সার্বজনীন ভালবাসা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব: পোপ মহোদয় বলেন ভালবাসার কোন গন্ডী বা সীমারেখা নেই। তাই নিজের গন্ডী থেকে বেরিয়ে, নিজের দেশ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এমন কি ধর্ম-বর্ণ এগুলোর সীমারেখা থেকে বেরিয়ে

আমাদেরকে সর্বজনীন ভালবাসায় অন্যকে, বিশেষভাবে দুঃখী অসহায়, ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তি বা সমাজকে, দেশকে ভালবাসার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে হয়। এক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেন পোপ মহোদয়। একটি দেশের সম্পদ অন্য দেশেগুলোর জন্যও, বিশেষভাবে যারা দীনদরিদ্র ও অভাবী তাদের জন্য। এখানে ব্যক্তি সম্পদের প্রকৃতিগত বা স্বাভাবিক অধিকার অপ্রধান; সবার জন্য সম্পদ এই নীতিই প্রধান। এই চিন্তাকে যেন কেউ সাম্যবাদ বলে আখ্যায়িত না করে!

ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতিঃ সম্প্রীতি অর্থই হল সবাইকে ভালবাসা, গ্রহণ করা, পাত্তা দেওয়া, মর্যাদা দেওয়া এমন আরো। সম্প্রীতির মানুষ কোন ভেদাভেদ দেখে না, করে না। কোন বৈষম্য তার কাছে পাত্তা পায় না। সম্প্রীতির মানুষ বিশেষভাবে যারা দীনদুঃখী, হতাশাগ্রস্ত, ক্লান্ত-ভারাক্রান্ত তাদের কাছে ছুটে যায় ভালবাসার টানে, ভ্রাতৃত্বের টানে। "তারা-ও আমার/আমাদের ভাইবোন।"

ভূপাতিত ভ্রাতৃপ্রতীম ভারতঃ করোনায় আক্রান্ত গোটা বিশ্ব। তথাপি সবার নজর এখন ভারতের দিকে। বর্তমানে ভারতকে দয়ালু সামারিয়ের গল্পের দস্যুর হাতে আক্রমণে পতিত সেই লোকের চিত্র দেখতে পাই। দস্যু সেই করোনা; করোনার থাবা বা আঘাত। এই আঘাতে চরমভাবে ক্ষত-বিক্ষত ভূপাতিত ভারত, বিশেষভাবে নয়া দিল্লী!

ফ্রাতেল্লী তুত্তি **ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতিঃ কথায় নয়, কাজে** : পোপ মহোদয় বলেন, তাঁর এই সর্বজনীন পালকীয় ও সামাজিক পত্রটি আমরা যেন শুধু পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখি; এর আহ্বান যেন শুনি ও বাস্তবায়ন করি জীবন বাস্তবতায়। বর্তমান বাস্তবতা শিরোনামটির একটি বাস্তব উদাহরণ। ভ্রাতৃ প্রতীম ভারতের এমন দুর্যোগ ও সংকটকালে ভ্রাতৃত্বের টানে, সম্প্রীতি নিয়ে সহায়তার আশার বাণী নিয়ে এগিয়ে আসে বিভিন্ন ভ্রাতৃ প্রতীম দেশঃ আমেরিকা, ব্রিটেন, স্পেন, জার্মানী; এশিয়ার চীন, জাপান; এমন কি পাকিস্তান; এমন কি বাংলাদেশ! এগিয়ে আসছে ভারতকে সাহায্য করতেঃ অক্সিজেন, ঔষধপত্র এবং আরো নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে ভ্রাতৃপ্রতীম এই দেশগুলো। আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ভ্রাতৃত্বে ও সম্প্রীতির মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, সহায়তা দিচ্ছি প্রার্থনা দিয়ে। "অনেক সময়, কঠিন ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে, সাহায্য, এবং এর দ্বারা আনিত আশা বেরিয়ে আসে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে যাদের আমরা খুব কমই প্রত্যাশা করি" (রমজান ও ঈদুল ফিত্‌র উপলক্ষে পোপীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছাবাণী)। ভারতের কাছে, সার্বিকভাবে গোটা বিশ্বের কাছে এইভাবে দেশগুলো হয়ে উঠছে ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতি'র সাক্ষ্যবহনকারী, নিরাশায় আশার সাক্ষ্যবহনকারী।

একটি মাত্র নীতিঃ ওরা-ও আমাদের ভাইবোন। আমরা সবাই ভাইবোন, ফ্রাতেল্লী তুত্তী। এখানে ধর্ম-বর্ণ কৃষ্টি-গোষ্ঠি, অতীতে কি ঘটেছে না ঘটেছে সেগুলো সব বাদ। এগুলোর ঊর্ধ্বে গিয়ে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির মূল্যবোধটাই প্রধান।

তবে এমন ব্যাপক পরিধিতে যাওয়ার আগে এই ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব'র চর্চা শুরু হতে হয় পরিবারে, পরামর্শ দেন পোপ মহোদয়।

প্রাসঙ্গিক পরিশিষ্ট : করোনার বাণী কান পেতে শুনি

ঈশ্বর মন্দ থেকে-ও ভাল কিছু বের করে আনতে পারেন (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা অনুচ্ছেদ # ৩১২)। কোভিড ১৯ একটি মন্দ! অস্বীকার করার উপায় নেই। 'করোনা ভাইরাস' মানুষকে এক্কেবারে পর্যুদস্ত করে দিল, দিচ্ছে; সে এমন এক 'অসুর' যে একবার ধরলে মেরেই ফেলে ; মারে তো মারে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মারে। ভারত, ইউরোপীয় দেশগুলো এর বাস্তবতা। তবে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত 'করোনা' বাবুকে বিবেচনায় এনে ভেবে দেখি একবার; শুনি করোনা বাবুর বাণী :

- এই করোনার ফলেই মানুষ দরদী হতে, সহমর্মী হতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে । সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে ভালবাসা ও ভ্রাতৃ-সম্প্রীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে শুধু কথায় নয়, কাজে।
- করোনা শিক্ষা দিচ্ছে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও আক্রান্ত ভাইবোনদের সেবা করতে। ডাক্তার, নার্স ---। করোনা'র আরো যে শিক্ষা তার মধ্যেও ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি।
- মাস্ক বলে দেয়: নিজের প্রতি যত্নবান হতে। দেহ নয় শুধু, নিজের স্বাস্থ্য নয় শুধু; এখানে দেখতে পাই নিজের ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা নিজেকেই রক্ষা করতে হবে; সদাসতেজ ও অনিন্দনীয়, ভেজালমুক্ত রাখতে হবে।
- মাস্ক আরো একটি শিক্ষা দেয়: তুমি আমার ভাই/বোন বলেই ভ্রাতৃত্বের টানেই বলি: তুমি আমার ক্ষতি করো না, মাস্ক ব্যবহার কর; সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখ। আমি আমার বা তোমার ক্ষতি করবো না, করোনা ছড়াবো না; মাস্ক ব্যবহার করি।
- করোনাকালে লক্ ডাউন: আরো একটি মূল্যবোধ: পারিবারিক একতা, বন্ধন; একে অপরকে সময় দেওয়া; একত্রে প্রার্থনা; বিনোদন ও সুস্থ চিত্তবিনোদন।

আমরা করছি ও করব জয়ঃ 'করোনা'কে করব না ভয় ; করবো তাকে জয়! শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ! শুরু হল অন্ লাইন **ক্লাস; সেমিনার, সাক্ষাৎকার, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী**! Zoom, Virtual এবং আরো অনেক তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ পদ্ধতি দেখিয়ে দিচ্ছে 'করোনা'সহ সকল চ্যালেঞ্জরই মোকাবেলা করতে পারে ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ।

জীবন থেমে থাকবে নাঃ কোন এক সভায় রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও পরামর্শের সুরে যাজকদের বলেন যে, কলেরা'র মত বিভিন্ন রোগ-বালাই যেমন আছে, প্রতিষেধকও আছে; করোনাও তেমনি আছে, হয়তো-বা থাকবেও; এর প্রতিষেধকও হচ্ছে ও হবে। তবে আমাদের জীবন থেমে থাকবে না; কর্মকান্ড চলমান রাখতে হবে সচেতন থেকে, প্রতিশেধক ব্যবহার করে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে, পালন করে।

শেষ কথাঃ কথার তো শেষ নেই! বর্তমান বাস্তবতাগুলো নতুন নতুন ধ্যান-অনুধ্যানের জন্ম দিচ্ছে; মানুষের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে নতুন নতুন চেতনা। এবারের সম্প্রীতি দিবসের চেতনা হউক বর্তমানের বাস্তবতাকে ঘিরে : আসুন, ভ্রাতৃত্বের মনোভাব পোষণ করি প্রথমে নিজের মধ্যে; নিজে এর প্রকাশ ঘটাই কথা-কাজ-আচরণে। "একক হওয়া সহজ, কিন্তু এক হওয়া কঠিন" (বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ, সিএসসি)। 'একক' হয়ে আমিত্ব নিয়ে দূরে না থেকে একক থেকেই বিভিন্ন 'একক' মিলে 'এক' হয়ে আমরা ভ্রাতৃসমাজ, ভ্রাতৃযাজকসমাজ, মিলন সমাজ, ভ্রাতৃমণ্ডলী, ভ্রাতৃদেশ তথা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পারি। আর প্রেমপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব যেখানে সম্প্রীতি ও শান্তির বাস্তবায়ন তো সেখানেই॥

শান্তি ও সম্প্রীতির আবাসস্থল পরিবেশ-পরিবার-সমাজ

নোয়েল গোনছালবেছ

আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন *(আদিপুস্তক, অধ্যায় ১: বাণী; ১)*। মানব সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এভাবেই সৃষ্টিকর্তা, মানুষ ও পৃথিবীর পরিবেশের সাথে সম্পর্ক তৈরী করেন ও পরিবেশের আঙ্গিকে বিভিন্ন বনজ ও ফলজ গাছপালা, জীব জন্তু ও পাখ-পাখালির সাথে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে তাদের লালন, পালন ও রক্ষার দায়িত্ব দেন। কিন্তু রক্ত মাংসল আবেগীয় মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও দুর্যোগ সৃষ্টি করে সুন্দর প্রকৃতির সবুজ গাছপালা, মাটি, পাহাড়, বন, সাগর, নদী এমন সকল প্রাকৃতিক সম্পদগুলো নির্বিচারে ধ্বংস করে সৃষ্টি করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা, টর্ণেডো, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মেরুতে অস্বাভাবিক বরফ গলা ও বৈশ্বিক তাপদাহতা। যার ফলে ঋতু বৈচিত্রে অপরিবর্তনীয় রূপ ও জলবায়ু বিরূপতাসহ দুর্বিসহ অবস্থা এই মানুষরাই ভোগ করছে। বাস্তবিকতায় মানুষ এই দুর্বিসহ অবস্থার মুখাপেক্ষি বারংবার হয়েও সৃষ্টির এই সুন্দর শান্তিময় আবেশ সৃষ্টিকারী প্রকৃতির প্রতি বিরূপ আচরণ করেই চলছে। বিশ্বজনীন জলবায়ু বিশেষজ্ঞবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় ভুগছেন। তারা তাদের প্রস্তাবিত পরিবর্তনীয় প্রক্রিয়াগুলো ব্যবহারিক ভাবে কাজে লাগাতে অদ্যাবধি পারছে না, একমাত্র এই মানব কুলের উদাসীনতা ও যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য।

প্রকৃতি কি? প্রকৃতি হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট এক অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলা ও পটভূমি, যেখানে রং-বেরং এর বৈচিত্রতা রয়েছে। গাছ পালা, ফুল-লতাপাতা, সবুজ বনানী, পাহাড়, বন, নদী, সাগর ও দ্বীপের সবুজ বেষ্টনীর মাঝে নীল আকাশ, পানি, তাপ, বাতাস ও যতদূর দিগন্তে চোখ যায় সবকিছুই আমাদের প্রকৃতি। প্রকৃতির কিছু কিছু উপাদান স্পর্শে সাড়া দিলেও বেশীর ভাগ প্রকৃতি নিরবে শুধু নিজেকে উজার করে দান করে তার সবটুকু প্রাণ সৌন্দর্য্য। এ যেন অকৃপণ দানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে হিংসা নেই, নেই স্বার্থপরতা ও প্রতিশোধ নেবার অভিপ্রায়, আছে শুধু সুশীতল ছায়া, সুমিষ্ট বাতাস, ফুলের সুবাস ও রংয়ের খেলা। মানুষ তার জন্মের পর হতেই প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। মানুষের প্রাণবায়ু অবিরত রাখার সহায়ক এই প্রকৃতিরই উপহার হচ্ছে অক্সিজেন। কিন্তু অক্সিজেন রক্ষার্থে মানুষ কি আদৌ সচেতন?

পরিবেশ রক্ষার্থে ছোট হতে কি শিখে মানুষ : সাধারণভাবে চিন্তা করলে লক্ষ্য করা যায় আমরা সকলেই ছোট বেলায় অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পরিবেশের সাথে মিশে যাই খোলা, খেলার মাঠ, ধান ক্ষেত, পুকুর, নদী, সাগরের ঢেউ, আকাশের বিজলী, বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি, পাথর. নুড়ি, বালি, শুকনো পাতা, ঘাস, ফড়িং, ব্যাঙ, ধুলো মাখা পথ, বসন্তের কোকিলের ডাক, শিমুল, কদম ও শিউলী, তালের পিঠা, খেজুরের রস এমনকি বর্ষা জলে নৌকা/ভেলা ভাসানো---ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকৃতির বৈচিত্রতার আলিঙ্গন একবার না একবার সবার জীবনে আসেই। কর্মনির্ভর ব্যস্ত এই মানুষ এক সময় এ সকল সুখানুভূতি থেকে অনেক দূরে চলে যায়। দায়িত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষ শুধু স্মৃতি হিসেবেই এই বিষয়গুলোকে মনে করে ও আধুনিক সোস্যাল মিডিয়ায় ম্যামোরিস স্ট্যাটাস দিয়ে লাইক কুড়িয়ে সন্তোষ প্রকাশ করতেই বেশী আনন্দ পায়! কিন্তু আমাদের সকলের দায়িত্ব হচ্ছে প্রকৃতির এই জীব বৈচিত্রতা, খাদ্যজাল ও খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরকে বাঁচিয়ে রাখা। মানুষের শ্বাস গ্রহণের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন, পুষ্টির জন্য খাবার প্রয়োজন আবার ফসল ফলানো ও বাসস্থানের জন্য এই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। এই নির্ভরশীলতা বা বাস্তুসংস্থানের প্রক্রিয়াকে সচল ও সুন্দর এবং পরিবেশকে বিভিন্ন দূষণ হতে মুক্ত রাখার জন্য ছোট বেলায় আমরা সকলে নিচের বিষয়গুলো বার বার পড়েছি ও শিখেছি:

১. ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে মাটিতে চাপা দেয়া।
২. অধিক হারে বৃক্ষ রোপণ।
৩. বিদ্যুৎ ও জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমানো।
৪. কলকারখানা ও হাসপাতালের বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ, তেল ইত্যাদি পরিবেশে ফেলার আগে নিষ্ক্রিয় বা পরিশোধনের ব্যবস্থা নেয়া---

কিন্তু হায় আজ অতিমাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভরতা ও স্বল্পসময়ে উপভোগ করার ক্ষতি জেনেও পরিবেশ, পরিবার ও সমাজের বিপর্যয় ডেকে আনছে এই মানুষই। স্বল্পসময়ে অধিক লাভ ও উৎপাদন বাড়াতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, গ্যাস, ধুলিকণা, ধোয়া ও দুর্গন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে, যত্রতত্র ময়লা আর্বজনা ফেলা হচ্ছে। যা বায়ুতে মিশে মানুষের প্রাণবায়ু দূষিত করছে। এই দূষণ জীব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে প্রতিনিয়ত। বায়ু, মাটি, পানি ও শব্দ দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ দুষণ ভীষণ ক্ষতিকর রূপ পাচ্ছে। মানুষ মানুষের বা প্রতিবেশীর ক্ষতির চিন্তা করছে না ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা তাকে শুধু তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ক্ষতিকর কাজগুলো করতে উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে অন্যরা অনিয়ম চর্চা করছে জেনেও তা প্রতিহত করার জন্য আজকাল কারো সময় হয় না। নিজেরাও ভুল করছে না সঠিক করছে তাও চিন্তায় ও চেতনায় থাকছে না। এর ফলে অন্যান্য পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা জেনেও একাই ভোগ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ ও পরিবার। তারা ভবিষৎ চিন্তা না করে, বর্তমানকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বিচারে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করছে। সাথে সাথে একা ভোগ করার প্রবণতা থেকে অন্য মানুষকে তার সমতুল্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দিতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে অন্যায্যতা করছে। শ্রেণীর মানুষের পরিবারে আগামী প্রজন্মরাও একই নিয়ম অনুসরণ করছে। যার ফলে আজ আমাদের এই সুন্দর ধরণী হুমকীর মুখে। আগামী কয়েক বছরে পৃথিবীর বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সবুজের বলয়, ভুগর্ভস্থ পানি, গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ। দুর্যোগের অশনি সংকেত মোকাবিলায় আমাদের পরিবারে-পরিবারে, সমাজে-সমাজে, দেশে-দেশে, রাষ্টে-বিশ্বে সম্প্রীতির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার কাজ করতে হবে। বিশ্ব সভা ও সেমিনারে মূল প্রতিবাদ্য বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণে সীমাবদ্ধ না থেকে, এ শতক হতেই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যের পরিভাষা বা আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ভাবা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিভিন্ন নীতি ও প্রচলিত নিয়ম থাকার পরও মানুষ এগুলো এখন বাজে আলাপ

বলে ধরে নেয়। কিন্তু বর্তমান সংঘটিত সিংহভাগ অরাজকতা, অসামাজিকতা, অন্যায়, অন্যায্যতা এই নোংরা মনের মানুষ, যারা বলে এক কিন্তু কাজ করে আরেক, তারাওতো এই বিশ্বপ্রকৃতি রূপী প্রিয় পৃথিবীতেই বাস করছে। এই পৃথিবী কারোরই একার নয়। সকল পরিবারে সদস্যদের বাসস্থান, ঘর-বাড়ী ও আবাসস্থল তৈরীতে প্রকৃতি কিভাবে মানুষকে নিরবে তার সামগ্রিক রূপ উজার করে দিচ্ছে- তার আধ্যাত্মিকতা মানুষ আদৌ বুঝে না। বীজ হতে বৃক্ষ হওয়ার পরিক্রমায় একটি উদ্ভিদ প্রতিটি অংশ কিভাবে অকৃপণভাবে দান করছে। মনোরম সুন্দর রঙের মার্সিডিস, ফোরডাব্লিউ পি, পিরণ, টাটা আরো আধুনিক নান্দনিক ও শৈল্পিক গাড়ী ঐ ধুলিমাখা পথে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে, এক্সক্লুসিভ করার জন্য মাটি রূপী ধরনীর কি যে ক্ষতি করছে তাতেও কি পথের ধুলা, মাটি বা পিচঢালা ঐ রাস্তার কিছু বলার আছে? ইদানিং এগুলোর বিষয়ে কথা বলা হলে, অনেকে বলে বেশী একটু ইমোশনাল কথাবার্তা। ওসব দিয়ে কিছু হবে না। কিন্তু যা করা হচ্ছে তা তো কতটুকু সিদ্ধ তার মূল্যায়ন কোথায়। সৃষ্টিকর্তা এই ধরণীর সকল কিছুর লালন ও পালনের এবং সেবার দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষকে। তিনিই কিন্তু সব দেখছেন। বিচারের কাঠগড়ায় সকল হিসাবই চূড়ান্ত হবে একথা সকলের জানা। তাই প্রকৃতির সরলতা সকলের অনুসরণীয়।

তবে কিছু কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের সকল জনপদে অঘাত হেনে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি করছে। সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য তখন বিলীন হয়ে একাকার হয়ে যায়। হারানো প্রাণসৌন্দর্য রক্ষা করতে এই মানুষরাই আবার আশা বাধে প্রকৃতির উপর। মানব কুলের এই সেতুবন্ধন ও সম্প্রীতি চিরকাল!

প্রকৃতির কোন জাত-বর্ণ ধর্ম আলাদা করা নাই। প্রাকৃতিক অমোঘ নিয়মেই তার খেলা ও বৈচিত্রতা। সকল ধর্মের মানুষের কাছে সে একই রূপ সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দেয় প্রকৃতি। মানুষ তাকে রূপায়ন করতে গিয়ে যত বিপত্তিকে স্বাগতম জানায়। বিশ্বের বরেণ্য অনেক মণীষী, সাধু-সাধ্বী, বিজ্ঞানী এই প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে ইতিহাসে তাদেরকে বরণীয় ও স্মরণীয় করে তুলেছেন। তারা সকলেই প্রকৃতিকে ধ্বংস নয়, সেবা ও যত্ন দিয়ে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন তৈরী করতে আহ্বান করে গেছেন।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু নিজের জীবন বিলীন করে দিয়েছেন এই প্রকৃতির পিছনে, আবিষ্কার করেছেন নিত্য নতুন বৈভব ও প্রকৃতির প্রাণের অস্তিত্ব। যার সুফল বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষ ভোগ করছেন। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস এর কথা সকলেরই জানা। তার সমাধিতে "সকলে ভাই-বোন" নামক সামাজিক সার্বজনীন পত্রে মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস স্বাক্ষর করেছেন যা বিগত ৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস শুধুমাত্র মানুষকে নয়, সূর্য, সমুদ্র, বাতাস ইত্যাদি প্রকৃতির সৃষ্ট উপদানকেও ভ্রাতৃত্বের বেড়াজালে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বর্তমান সময়ের মানুষ, সমাজ, পরিবেশ ও বিশ্বের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার অভিপ্রায়ে মহামান্য পোপ মহোদয় এই সর্বজনীন পত্র লিখেন শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের জন্য নয়, বিশ্বের সকল ধর্মের সকল মানুষের জন্য *(সূত্র: আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওমমআই এর প্রতিবেশী সংখ্যায় পুনরুত্থানের শুভেচ্ছা বাণী)।*

মানুষের মধ্যে যখনই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হয়েছে ঠিক তখন থেকেই এই প্রকৃতিবাদ বা প্রকৃতি নিয়ে মানুষ ভাবতে শুরু করে। অনুসন্ধান করে ও রিসার্স করে বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করে এর ব্যবহার ও বিধি আবিষ্কার করেছে। যা আধুনিক যুগে প্রকৃতির প্রতি মানুষের নিত্য নতুন-নতুন আগ্রহ ও ভাবনার জন্ম দিচ্ছ। প্রকৃতি ধীরে-ধীরে মানুষের জটিল বিষয়গুলোকে সরল করে তুলছে। মহাকাশ, গতি-স্থিতি, আলোক ও অন্ধকারকে বশীভূত করে মানুষ মানুষের জন্য সৃষ্টিশীল ধরণী ও শান্তিময় আবাসস্থল উপহার দিচ্ছে। প্রকৃতির বিষয়গুলো সম্প্রীতির ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবেই জাতি বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষ সকলে ভোগ করছে। তাইতো যুগে যুগে পৃথিবীর বরেণ্য মহামণীষীগণ তাদের কথায় বলেছিলো "সত্য-শিব ও সন্দুর" এই বিষয়গুলো যদি জীবন থেকে নির্বাসিত করা যায় তাহলে জীবনের কোন অর্থই থাকে না।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের ব্যবহারিকরূপে আবর্ত ও প্রতিফলনের যুগ। যার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবনে এসে পড়েছে। এ প্রভাব মানুষকে অনেকটা সংস্কারমুক্ত করে তুলেছে, বিচার-বিশ্লেষণে মানুষকে সত্য-মিথ্যার প্রভাব হতে রক্ষা করছে যেমন, আবার বাঁচিয়ে তুলতেও সাহায্য করছে তেমনভাবে। সামাজিক জীবনের গুরুত্ব অনুধাবন করে মানুষ শান্তি, সৌহার্দ্য, প্রীতি, ভালোবাসার প্রয়োজনীতা প্রশ্নে সকলের ঐক্য ও মিলনের প্রয়োজনীতা অনুধাবন করতে সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। বিশেষ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অভাব দূর করতে সকলে একই সাথে হাত মেলাচ্ছে, পরিকল্পনার বাস্তবায়ণ হচ্ছে ও সুবিধা বঞ্চিত সমাজ সুবিধা পাচ্ছে। সকলে মিশে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল চিন্তায় সম্মিলিত আরাধনা করছেন, কৃপা চাচ্ছে সকল সৃষ্টির মূলাধার সৃষ্টিকর্তার কাছে।

বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, নিষ্ঠা, শ্রম কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের বলয়ে না রেখে সকলে এক সৃষ্টিকর্তার আরাধনায় ও মানুষের প্রীতির বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে তুলছে। অপরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসার মনোভাব যথার্থ ধর্মবোধের সৃষ্টি করে না- এই বোধ থেকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী, কর্তব্যপরায়ণ, উদার ও সংযমী হয়। প্রকৃতপক্ষে যখন প্রতিটি মানুষ বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ভেদাভেদ বর্জন করবে, তখনই মানুষ যথার্থ মনুষ্যবোধে উম্মেষিত হয়ে পারস্পরিক মিলনের যোগসূত্রটি দৃঢ় করে তুলতে সহায়ক হবে। নিছক অভিনয় করে নয়, ভালো কথা বলে পিছনে অপকার ও দুষ্কৃতি, অন্যায় ও প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে নয়।

বরণ্যে গায়ক ভুপেন হাজারিকা'র মানবতার আহ্বানের গানের কথায় বলা হয়েছিলো "একই মেঘ আর বৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহ্তালার) সৃষ্টিতে সকল মানুষ বেঁচে আছি যদি ধর, তবে কেন লড়াই করো" । একই প্রকৃতির মাঝে বেড়ে উঠা এই মানুষ সকলকে সত্যিকারের প্রেম ও ভালোবাসায় সেবা প্রদান করেই শান্তি নামক সুখানুভূতি ও শান্তিময় পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। মানুষের সাথে প্রকৃতির মতো উদার ও সরলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্প্রীতির পথ সুগম করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষই হলো শ্রেষ্ঠ চেতনাযুক্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Conscious automation)। অবচেতনভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলে বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি প্রাণি ও মানুষের কাছে তা ধরা পড়ে যায়। লুকানোর কিছুই থাকে না। একমাত্র সমষ্টিগত সুখ ও শান্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশান্তি। যা ছাড়া কোন সুখই স্থায়ী (stable) হয় না। প্রকৃতিধ্বংসী মনমানসিকতা পরিহার করে প্রকৃতির অকৃপণতা আরাধ্য চেতনা ও সে অনুযায়ী সেবা দানের মাধ্যমে মানুষই সৃষ্টি করতে পারে সুখময় পরিবেশ, শান্তি ও সম্প্রীতির আবাসস্থল। সকলের প্রতি শুভ কামনা এ সম্প্রীতি দিবসে!

পবিত্র আত্মা ঈশ্বর

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

"তিনি তখন আর একজন সহায়ককে তোমাদের দেবেন, যিনি চিরকালের মতোই তোমাদের সঙ্গে থাকবেন" (*যোহন ১৪:২৬*)। যিশুর প্রতিশ্রুত "সেই পরম সহায়ক" (*যোহন ১৫:২৬*) অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রকাশ। প্রেরিত শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন আগুনের জিহ্বার মতো (*শিষ্যচরিত ২:১-৪*) যার ফলে তারা সাহসী হয়ে উঠেছিলেন। পবিত্র আত্মাই আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে প্রতিনিয়ত ভরিয়ে তুলেন বিভিন্ন গুণাবলিতে, তিনিই আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে চলার শক্তি, যার শক্তিতেই দেহধারণের নিগূঢ় রহস্যের কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছিল, তা এনে দিয়েছিলো সেই আত্মা, যিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে এক ত্রিত্ব-ঈশ্বরের নিগূঢ় রহস্য, তিনি হচ্ছেন ভালবাসা-শক্তি। ঈশ্বরের কাছ থেকে যত সৃষ্ট উপহার দান আসে তিনি তার উৎস।

পবিত্র আত্মা ঈশ্বরঃ এক ঈশ্বরের ত্রিব্যক্তি। এই ত্রিব্যক্তি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হলো খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূল স্তম্ভ। পবিত্র বাইবেলে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা- এই নামে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সত্তা প্রকাশিত। "পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর, পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। পিতা ও পুত্রের সঙ্গে এক সদৃশ।"[১] তিনি অসীম, সর্বোজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। পবিত্র আত্মা মুক্তির ইতিহাসে পিতার সাথে অদৃশ্য থেকেও সক্রিয় ছিলেন আদি থেকে সময়ের পূর্ণতা পর্যন্ত। সৃষ্টি থেকে শুরু করে মানবজাতির মুক্তির পথ প্রস্তুত করে তুলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। "সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করা, তাকে পবিত্র করা ও জীবন দান করা হলো পবিত্র আত্মার কাজ, কারণ তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে অভিন্নরূপে ঈশ্বর। তাই পুত্রের মধ্য দিয়ে তিনি পিতার মধ্যে সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করে থাকেন।"[২] পিতা সমস্ত সত্তার প্রকাশ, পবিত্র আত্মা প্রেম হিসেবে পিতা ও পুত্রের মিলন বন্ধন। তিনি হচ্ছেন মিলন, প্রেম ও ভালোবাসার মূলনীতি। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় অনুচ্ছেদ নং- ৬৮৫ বলা হয়েছে, "পবিত্র আত্মা হচ্ছেন পবিত্র ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির একজন, পিতা ও পুত্রের সঙ্গে অভিন্ন স্বরূপ: পিতা ও পুত্রের সঙ্গে তিনি পূজিত ও গৌরবান্বিত।" দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলে খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "পবিত্র আত্মা হলেন জীবনের আত্মা, শাশ্বত জীবনধারায় উৎসারিত সেই জলস্রোতেরই মত (*দ্রঃ রোমীয় ৮: ১০-১১*)। আত্মা মণ্ডলীতে এবং বিশ্বাসীবর্গের হৃদয়ে বাস করেন, যেমন তিনি বাস করেন ধর্মমন্দিরে (*দ্রঃ ১ করি ৩: ১৬; ৬: ১৯*)।" পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে বাস করেন।

পবিত্র আত্মার বিভিন্ন নাম ও প্রতীক সমূহঃ বাইবেলে বিভিন্ন নামে পবিত্র আত্মাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আদিপুস্তকে পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বরের আত্মা বলা হয়েছে (*দ্রঃ আদি ১:২*)।

যোসেফ সম্পর্কে রাজা ফারাও বলেছিলেন, "এই ব্যক্তির মতো যার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা অবস্থান করছেন, এমন ব্যক্তি আর কাকে পাব?" (*দ্রঃ আদি ৪১:৩৮*)। যিশু পবিত্র আত্মাকে বলেছেন 'সহায়ক'। পবিত্র আত্মাকে সত্যময় আত্মা বলা হয়েছে। পরবর্তীতে শিষ্যগণ বিশেষভাবে সাধু পলের ভাষায় পবিত্র আত্মার নামগুলো হল প্রতিশ্রুত আত্মা (*দ্রঃ এফেসীয় ১:১৯*), দত্তক পুত্রত্বের আত্মা (*দ্রঃ রোমীয় ৮:১৫*), খ্রিস্টের আত্মা (*দ্রঃ রোমীয় ৮:৯*) ও প্রভুর আত্মা (*দ্রঃ দ্বিতীয় করিন্থিয় ৩:১৭*)। সাধু পিতর বলেছেন গৌরবের আত্মা (*দ্রঃ ১ পিতর ৪:১*)। এছাড়া বিভিন্ন প্রতীকী চিহ্নের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে প্রকাশ করা হয় যেমন- বাতাস (*দ্রঃ আদি ১:২*), আগুন ও আলো (*দ্রঃ লুক ৩:১৬*), জলের প্রতীক (*দ্রঃ প্রত্যাদেশ ২২:১২*), কবুতরের (*দ্রঃ মার্ক ১:১০*), মেঘ ও আকাশের প্রতীক (*দ্রঃ লুক ২১:১৭*), তৈল লেপন, মুদ্রাঙ্কন, হস্ত অঙ্গুলি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে।

পুরাতন নিয়মে পবিত্র আত্মাঃ পুরাতন নিয়মে পবিত্র আত্মা সৃষ্টির সহায়ক, বিভিন্ন প্রবক্তাদের অনুপ্রেরণা দাতা ও শক্তির উৎস এবং সন্ধিবদ্ধ জাতির মধ্যে পরিপূর্ণ উপস্থিতি প্রকাশ করে। সামসঙ্গীত ৩৩:৬ পদে বলা হয়েছে, "ভগবানেরই বাণী শক্তিতে সৃজিত হল আকাশ, এক নিঃশ্বাসে ফোটালেন তিনি আকাশের যত তারা"। বিভিন্ন সময় প্রবক্তা, বিচারকবর্গ, রাজাগণের মধ্যে নতুন প্রেরণার ও শক্তির উৎস হিসেবে পবিত্র আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। "এই দেখ, আমার সেবক, যাকে ধরেই আছি আমি; এ আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণের প্রীতিভাজন! এর ওপর আমি তো অধিষ্ঠিত রেখেছি আমার আত্মিক প্রেরণা; এ তো জাতি-বিজাতির সবার কাছে ন্যায়নীতির আদর্শ প্রকাশ করবে" (*ইসাইয়া ৪২:১*) প্রজ্ঞাপুস্তকে বলা হয়েছে, "তুমি তোমার প্রজ্ঞা এবং পবিত্র আত্মাকে উর্ধ্ব থেকে প্রদান না করলে কে তোমার সুবিবেচিত সুপরামর্শ অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে?" (*প্রজ্ঞাপুস্তক ৯:১৭*)। এইভাবে দেখা যায়, পুরাতন নিয়মে পবিত্র আত্মা ইস্রায়েলীয় নেতৃবর্গের মধ্যে সদা সক্রিয় ছিল।

নতুন নিয়মে পবিত্র আত্মাঃ যিশু খ্রিস্টের জন্ম থেকে শুরু করে, মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা, শিষ্যদের বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ ও বাণী প্রচারে তথা মণ্ডলী বিস্তারে পবিত্র আত্মার সক্রিয়তা দেখা যায়। "পবিত্র আত্মা এসে তোমার ওপর অধিষ্ঠান করবেন, পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি। তাই এই যাঁর জন্ম হবে, সেই পবিত্রজন ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন" (*লুক ১:৩৫*)। দীক্ষাগুরু সাধু যোহন যিশু খ্রিস্টকে পবিত্র আত্মার বাহন বা মাধ্যম হিসেবে দেখিয়েছেন এবং সাক্ষী দিয়ে বলেছেন, "আমি নিজের চোখে দেখেছি, পরম আত্মা এক কপোতের মতো স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন- তারপর তিনি ওঁর (যিশু) ওপর অধিষ্ঠিত হলেন" (*যোহন ১:৩২*)। "যিশুর দীক্ষাস্নানের পর পবিত্র আত্মা তাঁকে নিয়ে গেলেন মরুপ্রান্তরে" (*মথি ৪:১*)। প্রতিটি সেবাকাজ

পূর্ণ করার পূর্বে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় পরিচালিত হয়ে করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন" (*লুক ৪:১৮*)। শিষ্যচরিতে সাধু পিতরের কথায় পাওয়া যায় "আপনারা তো জানেন, নাজারেথের সেই যে-যিশু, পরমেশ্বর তাঁকে অভিষিক্ত করেছিলেন পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠানে, ঐশ শক্তির অভ্যঞ্জনে। পরমেশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলেই তিনি নানা জায়গায় ঘুরে মানুষের মঙ্গল সাধন করে গেছেন। আর শয়তানের কবলে নিপীড়িত হচ্ছিল যারা, সেই সব মানুষকে তিনি সুস্থও করে গেছেন" (*শিষ্যচরিত ১০:৩৮*)। সাধু পল বলেছেন, "এই আমরা এই যাদের মুখ থেকে সেই আবরণ তুলে নেওয়া হয়েছে... স্বয়ং প্রভু অর্থাৎ পবিত্র আত্মাই-ওই রূপান্তর ঘটিয়ে থাকেন" (২ *করি ৩:১৮*)। যিশুর মৃত্যুর পর শিষ্যদের পবিত্র আত্মা প্রতিনিয়ত পরিচালনা দান করেন।

পিতৃগণের শিক্ষায় পবিত্র আত্মা সম্পর্কে ধারণা: পবিত্র আত্মার খুব ভালো ধারণা পাওয়া যায় পিতৃগণের শিক্ষা থেকে। যারা বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে বা বিভিন্ন মহাসভায় পবিত্র আত্মা সম্পর্কে শিক্ষা দান করেছেন। সিজারিয়ার ধর্মপাল বাসিল (৩৭০-৩৭৯ খ্রিস্টাব্দ) ঐশ আত্মা ও পিতার ন্যায় অভিন্ন মূল সত্তাবিশিষ্ট বলে তাঁর পবিত্র আত্মা বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থে দেখান। নাজিয়ানজাসের সাধু গ্রেগরী (৩৯০ খ্রিস্টাব্দ) পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণ ঈশ্বরত্ব রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁর মতে, "সংখ্যাগত দিক থেকে পবিত্র ত্রিত্ব একে অন্যের কাছ থেকে পৃথক কিন্তু সত্ত্বাগত দিক থেকে তারা অবিভাজ্য। পবিত্র আত্মা হলো পিতা পুত্রের সমতুল্য যা একই সত্তা *(Consubstantial)*। যেহেতু পবিত্র আত্মা বাপ্তিস্ম সংস্কারের মাধ্যমে আমাদের উপর দেবত্ব আরোপ করেন তাই তিনি ঈশ্বর।

পবিত্র আত্মার অবতরণ ও খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্মলগ্ন: পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যদের উপর যিশু খ্রিস্টের প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মার অবতরণের মাধ্যমে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রকাশ্য জীবন শুরু করে। তাই এ দিনটিকে বলা হয় 'খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্মদিন' বা '*Birthday of the Church*'। শিষ্যেরা পবিত্র আত্মাকে নিজেদের অন্তরে লাভ করেই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে প্রচার করতে শুরু করেন। পবিত্র আত্মার সক্রিয় সহায়তায় প্রেরিতশিষ্যগণ মণ্ডলী স্থাপনে ও সমগ্র বিশ্বে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। যিশুর বাণী প্রচার করতে গিয়ে শিষ্যগণ নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। অনেকে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কোন প্রকার ভয় তাঁদের প্রতিহত করতে পারেনি; তাঁদের উদ্যমতাকে দমন করতে পারেনি; বাণী প্রচার করা থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। তাদের অন্তরে যিশুর সেই আদেশ "সুতরাং যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর" (*মথি ২৮:১৯*)। যিশুর নামে তাঁরা নানা আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেছেন। কোন প্রকার ভয় বা প্রতিকূলতা তাদের প্রেরণার সঙ্গে পেরে উঠেনি, বিধায় মণ্ডলী দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বয়ং পবিত্র আত্মাই ছিলেন তাঁদের মূল চালিকা শক্তি। তাই আজও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ (পোপ, বিশপ, যাজক, ব্রতধারী/ব্রতধারিণীগণ) খ্রিস্টকে ভালবেসে, খ্রিস্টেরই নামে পবিত্র আত্মার সহায়তায় একই কাজ করে চলেছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হিসেবে মণ্ডলী সকল মানুষকে সর্বদাই আহ্বান করেন যিশুর প্রেম, আনন্দ ও তাঁর সেবা কাজে অংশগ্রহণ করে তা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর চালিকাশক্তি: "মণ্ডলী হচ্ছে স্বয়ং খ্রিস্টেরই দেহ" (*এফেসীয় ২:২৩*) আর "পবিত্র আত্মার মন্দির" (১ *করিন্থীয় ৬:১৯*)। আত্মা মানুষকে প্রস্তুত করে তোলেন, তিনি তাঁর কৃপার দান মানুষের কাছে নিয়ে যান যেন সকলকেই তিনি খ্রিস্টের নিকট নিয়ে আসতে পারেন। পবিত্র আত্মার প্রভাবে যিশু মানুষ হয়ে কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন এবং পবিত্র আত্মায় আচ্ছাদিত হয়ে তাঁরই পরিচালনায় যিশু তাঁর প্রেরণকর্ম সম্পাদন করেছেন। যিশু দীক্ষাস্নানের সময় পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছেন। পবিত্র আত্মা মরুপ্রান্তরে যিশুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন। সেই পবিত্র আত্মাই যিশুর প্রেরণকর্মকে এবং মণ্ডলীকে প্রতিনিয়তই পরিচালনা করে যাচ্ছেন। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় মণ্ডলী যুগ যুগ ধরে পরিচালিত হয়ে আসছে। পবিত্র আত্মাই মণ্ডলীর চালিকাশক্তি। মণ্ডলীতে কত বিভেদ, কত নির্যাতন, কত দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, কত ভাঙন দেখা দিয়েছে কিন্তু পবিত্র আত্মাই শক্তি যুগিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন, বিভেদের মাঝে মিলন, ভালোবাসা, একতা দান করেছেন এবং অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। ঝড় ও উত্তাল তরঙ্গে নৌকারূপ মণ্ডলীকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, রক্ষা করেছেন এবং পরিচালনা করেছেন।

তাই "যুগ যুগ ধরে পবিত্র আত্মা সমগ্র মণ্ডলীকে 'মিলন ও সেবাকাজে এক করে তোলেন, এবং মণ্ডলীকে বিভিন্ন প্রকার যাজকীয় ও ঐশ অনুগ্রহ দানে ভূষিত করেন" (দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ, মণ্ডলীর প্রেরণকার্য, অনুচ্ছেদ-৪)। "পরমেশ্বর যে আহ্বান তোমাদের জানিয়েছেন; তারই উপযুক্ত হোক তোমাদের আচরণ; সব সময়ে তোমরা নম্র, কোমল প্রাণ ও সহিষ্ণু হও। পবিত্র আত্মা তোমাদের মধ্যে যে ঐক্য এনে দিয়েছেন, তোমরা শান্তির বন্ধনেই সেই ঐক্য বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। তোমাদের সকলেরই সামনে যে আশা তুলে ধরেছেন, সেই আশা যেমন এক, তেমনি (খ্রিস্টে) সেই দেহটিও এক আর পবিত্র আত্মাও এক, প্রভু এক, খ্রিস্ট বিশ্বাসও এক, দীক্ষাস্নানও এক; সকলের ঈশ্বর ও পিতা, সবার ঊর্ধ্বে আছেন যিনি, তিনি সবার মধ্যে দিয়ে সক্রিয়, সবার মধ্যেই বিদ্যমান তিনিও এক" (*এফেসীয় ৪:১-৬*)। পবিত্র আত্মার উপরেই যিশুর বাণী প্রতিষ্ঠিত, যিশুই ঈশ্বরের বাণী এবং অনুপ্রেরণাদানকারী পবিত্র আত্মাই যিশুকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার শক্তি। তাই পবিত্র আত্মা ঈশ্বর ও খ্রিস্টমণ্ডলী অবিচ্ছেদ্য। পবিত্র আত্মার আলোয় দেখানো পথে খ্রীষ্টমণ্ডলী এগিয়ে যাবে, আমরা এক প্রাণ হয়ে উঠবো ভালবাসার বন্ধনে। সেখানে বিরাজ করবে পবিত্র আত্মার ঐশদান "ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা আর আত্ম-সংযম" (*গালাতীয় ৫:১৩*)।

তথ্যসূত্র

১. বন্দ্যোপধ্যায়, সজল ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো এস. জে. (সম্পাদিত): মঙ্গলবার্তা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

২. ডি' রোজারিও, প্যাট্রিক (সম্পাদিত): কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ২০০০।

৩. গমেজ, ফাদার ফ্রান্সিস সীমা ও ফাদার বার্ণার্ড পালমা (সম্পাদিত): দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯০০।

৪. স্পেজিয়ালে, ফা: আরতুরো পিমে: অদৃশ্য শক্তিশালী পবিত্র আত্মা, উথুলী কাথলিক উপ-ধর্মপল্লী, ঢাকা, ২০০০।

৫. গাত্তি, এঞ্জো: আত্মার পরাক্রমে আমার সাক্ষী হবে, যশোর, সাধু বেনেডিক্ট মঠ, খুলনা, ২০০৮॥

পঞ্চাশত্তমী : মণ্ডলীর শুভ জন্মদিন

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

পঞ্চাশত্তমী পর্ব বা পবিত্র আত্মার আগমন পর্ব মণ্ডলীতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে স্বীকৃত। কেননা পঞ্চাশত্তমী দিনে পবিত্র আত্মা প্রেরিতশিষ্য ও বিশ্বাসী ভক্তদের উপরে নেমে এসেছিলেন। পবিত্র আত্মার আগমনে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন মণ্ডলীর কাজ ও জীবন; ঐ দিনেই খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্ম হয়েছিল। তাই পবিত্র আত্মার আগমনের দিনটি মণ্ডলীর জন্মাদিন হিসেবেই মণ্ডলী পালন করে থাকে।

পরমেশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে বছরে কয়েকটি পর্ব উদ্‌যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে পঞ্চাশত্তমী পর্ব একটি। পঞ্চাশত্তমী পর্ব ইহুদীদের নিস্তার-পর্বের ঠিক পঞ্চাশ দিন পরে পালন করা হতো। এক সময় সেই দিনে নতুন ফসলের শস্য-নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হতো। তবে কালক্রমে সেই পর্বটি ঈশ্বর ও ইহুদী জাতির মধ্যে সিনাই পর্বতের সেই মিলন-সন্ধির স্মরণদিবসও হয়ে উঠেছিল। পুনরুত্থানের পর পঞ্চাশত্তমী দিনেই প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর সহায়ক আত্মাকে শিষ্যদের উপর প্রেরণ করেন। তাই এই দিনটিকে পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্বও বলা হয়।

উল্লেখ্য, প্রভু যিশুর মৃত্যুর পর অনেক শিষ্য পুরনো পেশায় ফিরে গিয়েছিলেন। সিমোন পিতর, টমাস এবং আরও কয়েকজন শিষ্য টাইবেরিয়াস সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সারারাত ধরে তারা কিছুই পাননি। এমন সময়ে পুনরুত্থিত যিশু সেখানে উপস্থিত হয়ে আবার জাল ফেলতে বলেন। প্রসঙ্গত, যিশুকে তারা চিনতে পারেননি। অতপর দেখা গেল সেই খেপে প্রচুর মাছ উঠেছে যা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। এখানে হয়তো খ্রিস্টমণ্ডলীর ভাবী বৃদ্ধিলাভের একটি ইঙ্গিত আছে: যিশুর আদেশ মতো প্রেরিতদূতেরা পিতরের নেতৃত্বে 'মানুষ ধরার' যে কাজে যিশুর সঙ্গ নিয়েছিলেন তা আশ্চর্য রকমের সার্থক হয়েছে *(দ্র. মঙ্গলবার্তা, পাদটীকা ১১)*।

পুনরুত্থানের পর যিশু তাঁর শিষ্যদের চল্লিশ দিন ধরে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছেন এবং পবিত্র আত্মাকে লাভ করার জন্য প্রস্তুত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁর গৌরবময় পুনরাগমন পর্যন্ত পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে পরিচালনা দান করবেন। বস্তুত মৃত্যুর পূর্বে বা দূরদেশে যাওয়ার পূর্বে পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এমন কিছু করে যেতে চান, যাতে করে তাদের সন্তানেরা কোন বিপদে না পড়ে বরং তারা যেন সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে। প্রভু যিশুও স্বর্গে আরোহণের পূর্বে তাঁর বিশ্বাসীভক্তদের অনেক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন এবং সহায়ক পবিত্র আত্মাকে পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর শিষ্যদের অসহায় অবস্থায় রেখে যেতে চাননি।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, খ্রিস্টের মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে যে অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হয়েছিল, তা পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীদের উপরেও এসে পড়েছিল। তাই বিশ্বাসী সকলে আত্মগোপন করেছিলেন। ভীত সন্ত্রস্ত ছিল; পবিত্র আত্মার অপেক্ষায় ছিল। "সেই একই দিনে, অর্থাৎ রবিবার দিন, সন্ধ্যাবেলায় শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, ইহুদী ধর্মনেতাদের ভয়ে সেই ঘরের দরজাগুলো যদিও খিল দিয়ে বন্ধ করা ছিল, তবুও যিশু ভেতরে এলেন এবং তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের বললেন: তোমাদের শান্তি হোক।" *(যোহন ২০:১৯)*। এরপর যিশু তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দুই-ই ঘটেছে ঈশ্বরের সেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে। তাই তাঁরা নিজেরা যে-সব মহান ঘটনা নিজেদের চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন, সেই সব ঘটনার কথা অর্থাৎ সেই 'মঙ্গলবার্তা' যেন পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে জানান। আর এই কাজে তাঁদের সহায় হবেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা, যিনি পরম পিতার সেই প্রতিশ্রুত দান *(শিষ্যচরিত ১:৪)*। যিশু বলেন, "সুতরাং যাও: তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর!" *(মথি ২৮:১৯)*।

মূলত, প্রভু যিশু পুনরুত্থানের পরেও পুরো চল্লিশ দিন এই জগতে দৃশ্যতঃ অবস্থান করলেন। এই সময়ে তিনি শিষ্য ও বিশ্বাসীবর্গকে প্রস্তুত করেছিলেন। যাতে তাঁরা তাঁকে হারানোর বেদনা সইতে পারে এবং সেই পরম সহায়ক আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে। এই সময়টি তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সময় কাটানো বা দান বিতরণে অতিবাহিত করেননি। এই চল্লিশ দিন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন মঙ্গলসমাচারের ভিত্তিতে নতুন বিধান প্রবর্তনে তাঁর নিগুঢ় দেহ অর্থাৎ মণ্ডলী গঠনে; আর এর পূর্ণতা পায় পঞ্চাশত্তমী'র দিনে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে। পঞ্চাশত্তমীর দিনে যখন শিষ্যেরা একসাথে রয়েছেন তখন তাদের উপর বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। "এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে শোনা গেল প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো একটা শব্দ। যে বাড়িতে তাঁরা বসে ছিলেন, সেই বাড়িটি সেই শব্দে ভরে উঠল। তারপর তাঁরা দেখতে পেলেন, অগ্নিজিহ্বার মতো দেখতে কী যেন ছড়িয়ে প'ড়ে প্রত্যেকের ওপর নেমে এসে অধিষ্ঠিত হল। তাঁদের সকলেরই সারা অন্তর জুড়ে তখন বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। তাঁরা নানা বিদেশী ভাষায় কথা বলতে লাগলেন ...." *(শিষ্যচরিত ২:২-৪)*। পবিত্র আত্মা এসে শিষ্যদের হৃদয় এক পুণ্য অগ্নিতে প্রজ্বলিত করেন। খ্রিস্টমণ্ডলী এই মুহূর্তেই প্রাণ পেয়ে জন্ম নিল। ফলে যেসব লোক যিশুকে অত্যাচার করেছিল ও দণ্ডাদেশ দিয়েছিল, শিষ্যগণ তখন সেই সব লোককে আর ভয় করেননি। তাঁদের অন্তর শক্তিতে ও আনন্দে ভরে ওঠে। তাঁরা আর বাড়িতে আবদ্ধ থাকতে পারেননি। তাঁরা সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ঈশ্বরের মহান কর্মকীর্তি ঘোষণা করলেন। শিষ্য পিতর সকলকে শুনিয়ে সবেমাত্র যা ঘটেছে, তারই অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। ফলে বহুলোক দীক্ষিত হল, খ্রিস্টকে নববেশরূপে ধারণ করলো। বীজ যেমন চারাগাছে রূপান্তরিত হয়, পবিত্র আত্মার শক্তি ও কৃপায় খ্রিস্টমণ্ডলী তেমনি নিজেকে নতুন আকাশের নিচে খুঁজে পেল। খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্ম হল। এ তো মণ্ডলীর জন্মাদিন! মণ্ডলীবৃক্ষটি পুষ্প-পল্লবে ভরে উঠল॥

সিস্টেম

সুনীল পেরেরা

বেশ কিছুদিন আগে আমার এক নিকট আত্মীয় মারা গেছেন। নানাবিধ রোগে শোকে ভুগে নিজে যতটা কষ্ট পেয়েছেন, তার চেয়ে কম কষ্ট ছিল না দীর্ঘদিন তার সেবা করা। জীবনে সঞ্চয় বলতে যা কিছু ছিল চিকিৎসায় সবটা তো নিঃশেষ হলোই উপরন্তু ধার দেনাও করতে হয়েছে। তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আত্মীয় স্বজন সহ পরিবারের সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। দিনের পর দিন ডায়ালসিস করে একজন রোগীকে কতদিন আর বাঁচিয়ে রাখা যায়। বলতে হয় চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীর মনের জোরও কম ছিল না। তিনি বলতেন, "হাসপাতালে আইছি কী মরণের লিগা?" তারপরও শেষ রক্ষা হলো না। তিনি নিজেই নিজের মৃত্যু দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন যে, চাইলেই বেঁচে থাকা যায় না। একমাত্র যিশু ছাড়া কোন মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারেনি, পারা সম্ভবও নয়।

পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, "মৃত্যু আসে চোরের মত, নীরবে, সবার অলক্ষ্যে।" হয়ও তাই। জীবন কালে যত বিওবৈভবই সঞ্চয় করা হোক না কেন, মৃত্যুকালে শূন্য হাতেই যেতে হবে। শেষ সম্বল শুধু সাড়ে তিন হাত মাটি।

আমার আত্মীয় ভাইটি সমাজ সেবক মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে কিংবা পারিবারিক মজলিশে জীবন-মৃত্যু, ধন-সম্পদ, মান-অহংকার নিয়ে কত বুঝদার কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু মৃত্যুর আগে নিজের পরিবারের কাউকে তিনি একটি কথাও বলে যাননি। আসলে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বেঁচে থাকার তীব্র সাধ জাগে। কথায় বলে, বড়লোকে বেঁচে থাকতে চায় ভাল খাওয়া দাওয়া করে সুখভোগ করতে। আর গরীবেরা খায় শুধুই বাঁচার জন্য।

মৃত্যুর অগেই তিনি মরে গেলেন। অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে পৃথিবীকে বিদায় দিলেন। সে চোখ আর খোলেন নি, শেষ যেকদিন দেহে প্রাণ ছিল হাসপালের ডাক্তরগণ শেষ বিদায় দিলেন। বৃদ্ধা মা এবং আত্মীয়-পরিজন শেষ বারের মত দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। মার মনে কত ইচ্ছার আকুতি ছেলের সাথে শেষ দু'টো কথা বলবে, ছেলেকে আদর করে, সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু যখন তিনি এলেন তখন আর বলা হলো না, শোনাও হলো না কিছুই। তবু মা সান্ত্বনা পেয়েছেন এই বলে যে, তার সন্তান তার নিজের কোলে মাথা রেখে মরতে পেরেছে। মায়ের কাছে ছেলে কোন অভিযোগ করেনি, বরং পবিত্র ভাবেই শেষ আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে। পৃথিবীতে কত মানুষ মরে গেলে তার লাশ পর্যন্ত প্রিয়জনেরা দেখতে পায় না।

মৃত্যুর দিন অসুস্থতার কারণে যেতে পারিনি। নিরামিষ ভাঙ্গার আনুষ্ঠানে গেলাম। সামাজিক নিয়ম, মৃত্যুর তৃতীয় দিনে প্রার্থনা বা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করে মাছ, মাংস দিয়ে আমন্ত্রিত অতিথি গণকে খাওয়ানো হয়। খাবার আগে তার জীবনকর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে স্মৃতিচারণ করা হয়। এটাই নিরামিশ ভাঙ্গা অনুষ্ঠান। কয়েক জন মুরুব্বিদের সঙ্গে বসে আছি। জিজ্ঞেস করলাম এই অনুষ্ঠানকে মাছ-ভাত বলা হয় কেন? আমি কি ইচ্ছে করলে মাছ না দিয়ে শুধু পোলাও-মাংস দেব অথবা সবাইকে চাইনিজ খাওয়াবো। আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনচার জন লোক একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বলে কি! মাছ ভাতের দিন মাছ তো থাকতে হবেই। মাছ না হলে মাছ ভাত হবে কি করে। এটা চৌদ্দ পুরুষের নিয়ম। একজন বয়স্ক লোক এতক্ষণ আমার কথা শুনে মিটমিট করে হাসছিলেন। পান চিবুতে চিবুতে এবার তিনি মুখ খুললেন, "বাবাজী, আপনেরা শিক্ষিত মানুষ, শহরে বন্দরে থাহেন। আমরা সমাজ লইয়া চলি, সমাজের নিয়মের বাইরে চলন যাইবো না। মুরুব্বিরা অনেক ভাইবা চিন্তা কইরাই এই নিয়ম করছে।

এবার আমি যুক্তিতে গেলাম। বললাম, নিয়ম তো সমাজের লোকেরাই করেছে। মানুষের জন্যই নিয়ম, নিয়মের জন্য মানুষ নয়। সময়ের পরিবর্তনের অনেক নিয়মও পরিবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশে, সমাজে, ধর্মীয় রীতিনীতিতে। এবার একজন যুবক যার হাতে এতক্ষণ মোবাইল ছিল, সে একটু তীর্যক সুরে বলল, আপনে বাইবেলের কথা বলছেন, বাইবেলে যিশু বলেন নাই যে, পৃথিবী বিলুপ্ত হলেও আমার বাক্যের বিলুপ্তি হবে না।

বেশ বলেছেন আপনি। নিয়ম বা সিস্টেম মতই সামাজ চলে এবং চলবে। আচ্ছা, ছোট বেলায় দেখেছি মৃত ব্যক্তির বাড়িতে কোন রান্না হতো না। আর এখন কেউ রাতে মারা গেলে সকালে সবাই নাস্তা খায়। রাতে প্রার্থনা করে যারা , কবর খুঁড়ছে তারা সহ বাড়ির লোকজন, আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে ডাল ভাত খায়। সঙ্গে থাকে কয়েক বোতল মদ। আবার, তিন দিনের অনুষ্ঠানে কমপক্ষে দুই তিনশ লোককে খাওয়াতে হয়। মদ যে কত খরচ হয় তার হিসাব পরের দিন বুঝা যায়। একটা লোক দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকলে এমনিতেই ফতুর হয়ে যায়। তার মৃত্যুর পর আবার এই খরচটা কোন সিস্টেম?

আমার কথার একটু ঝাজ ছিল বলে সবাই চুপ হয়ে যায়। হঠাৎ হ্যাংলা মতন একটা লোক প্রায় রাগত স্বরে বলে ওঠে, দেহেন, শশুইরা প্যাচ আমাগ গেরামে চলে না। আমরা লাশের কবর খুড়ছি, মাটি দিছি তাই বাড়ির মালিক সন্তুষ্ট হইয়া সামান্য একটু সম্মান করছে দশজনরে। এইডা লইয়া এত প্যাচাইয়া লাভ আছে?

সব শেষে আমার মাঐ মা কান্নাভজা কণ্ঠে বললেন, "আমার পোলায় নাই, অহন তারে লইয়া এইসব কতা না বললেই ভালা। তার আত্মায় যেন শান্তি পায় তার লিগা যা যা করনের নিয়ম আছে সবই করুম। ট্যাকার চিন্তা কইরা পোলারে কষ্ট দিমু না।" দেখলাম মাঐ মার চোখের পাতা জলে ভিজে ওঠেছে। এত বয়সেও তিনি এখনো বেশ শক্ত আছেন।

এবার আত্মার শান্তির কথায় এলাম। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি পায় প্রার্থনা, দান-দক্ষিণায়। আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলাম, এই মাঐ দেখলাম, কলাপাতায় ভরে আজকের খাবারের সব হাড়ি থেকে কিছু কিছু খাবার নতুন পাতিলে রেখে ঐ মাঠের কোণায় রেখে দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথেই কুকুরে সেটা খেয়ে ফেলেছে। এটা কোন সিস্টেম?

আমি যেন মূর্খের মত প্রশ্ন করেছি, এমন ভাব দেখিয়ে একজন বললেন, "ওইডা কুত্তায় খায় নাই, যার লিগা আইজকা প্রার্থনা হইছে হেয় খাইছে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাওনের, লিগা এই বাড়ির চারপাশ দিয়া হেয় থাকব। চল্লিশদিন মানে চল্লিশার পরে হেয় তার জাগায় চইলা যাইব। এমনি এমনি সমাজে এইসব নিয়ম বানায় নাই। আপনি না মানলে হেইডা আপনের ব্যাপার।" এবার মাঐ মা বললেন "ময় মুরুব্বিরা যেইডা মাইনা আইছে হেইডার বাইরে আমি যামুনা। আমার পোলায়....." বাকিটুকু আর বলতে পারলেন না, হু হু করে কেঁদে ফেললেন। এ সময় একজন এসে কয়েক জনকে ইশারায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি খাওয়া দাওয়া করে বিদায় নেবার সময় দেখলাম পাশের উঠানে সিস্টেম জমে ওঠেছে। মনে মনে বললাম, হায়রে অভাগা সমাজ আর হতভাগ্য সমাজের লোকজন। এই তথাকথিত নিয়ম বা সিস্টেমকে সঠিক নিয়মে বদলাতে হলে আরও অনেক কথা খরচ করতে হবে।

পথে একজন নেতা গোছের যুবকের সাথে দেখা হতেই থামতে হলো। কুশলাদি বিনিময়ের পর সে বলল, গেরামের অনেক সিস্টেমের কতাই শুনলাম আপনেগো আলোচনায়। আমার প্রশ্ন, আপনেগো শিক্ষিত সমাজে যে সিস্টেম চালু হইছে এইডা তো মারাত্মক আকার ধারণ করতাছে। এই দেহেন ভোট দেওয়ার ব্যাপারটাই বলি, রাতারাতি নিয়ম বদলে গেল। আমার ভোট আমি আর দিবার পারি না। তারপর নেতায় নেতায় মামলা, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, লুটপাটের যত্ত কিচ্ছা, একে অন্যের চরিত্র হনন। এই যে নতুন সিস্টেম চালু

হইছে এইডার শেষ কোথায়? সমবায় অফিসে গেলে আমাগো খ্রিস্টান নেতাগ লইয়া হাসাহাসি করে। আপনেগো দেখাদেখি গেরামের সমিতির মইধ্যেও এইসব সিস্টেম চালুর পাইতারা চলতাসে। বলতে গেলে গদি দখল আর লুটপাটের কম্পিটিশন চলতাছে।

এতক্ষণ পাশে যে ছেলেটি ফক্‌ফক্ করে সিগারেট ফুকছিল, একটু এগিয়ে এসে পানের পিক ফেলে মুরুব্বির মতন বলতে লাগল, ঘটনা খালি সমাজে না, এর শুরু হইছে পরিবারেও। এখানেও লুটপাট চলতাছে। স্বামী বিদেশ থেকে টাকা দিচ্ছে স্ত্রী খরচ করে যাচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের আবদারের শেষ নেই। দিনরাইত টিভি, মোবাইল, ফেইসবুক নিয়ে সবাই মশগুল। ধর্মকর্ম, লেখাপড়ায় মনোযোগ নেই। সন্তানদের মধ্যে চলছে প্রেমের মহড়া। বাড়ছে পালিয়ে গিয়ে কোর্ট মেরেজ করার প্রবণতা। পরকিয়া প্রেমের ফলে পরিবারে অশান্তি, ভাঙ্গন, শেষে বিচ্ছেদ এবং প্রকাশ্যে অন্যের সাথে ঘর-সংসার। সমাজ এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারছে না। এই সিস্টেম বন্ধ করতে না পারলে পরিবার, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার নতুন উৎপাত ওয়ারিশ আর অনুপ্রবেশ। আমি যে এলাকায় থাকি সেখানকার প্রায় পরিবারেই হয় ছেলে না হয় মেয়ের অনুপ্রবেশ ঘটছে এ কারণে মাণ্ডলীক সিস্টেমও অসহায় হয়ে পরছে।

আমি বিনয়ের সাথে বললাম, ঘটনা সবই সত্য। তবে গ্রামে-শহরে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত না ভেবে আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা নিতে হবে। মণ্ডলী আমাদের পথ দেখাচ্ছে, সিস্টেম বলে দিচ্ছে, আমরা নিজেরা যদি সচেতন না হই, স্বার্থকে যদি জলাঞ্জলি দিতে না পারি, লোভকে যদি সংবরণ করতে না পারি তবে শুধু একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কোন লাভ হবে না। নিজে সৎ হবার চেষ্টা করি, যা সত্য তাই যেন প্রচার করি, মিথ্যাকে ঘৃণা করি। আর দুর্নীতিবাজদের পরিত্যাগ করি। পরিবার, সমাজ আমার, তাই আমাকেই এর উদ্যোগ নিতে হবে তবেই অন্যেরাও এগিয়ে আসবে। তখন সব নিয়ম বা সিস্টেম এমনিতেই নিয়মার্থক বা সিস্টেমেটিক হয়ে যাবে॥ ৯০

SERVICES ACCOUNTANTS

Omni Companies is seeking the services of ACCOUNTANTS.

Minimum 3 years accounting experience. No age bar.

Retired accounts persons eligible.

Apply to (accountsrev@enemexpress.com) or drop same to

"Genetic Plaza", Level 3, House 16, Road 27(Old), Dhanmondi R A, Dhaka.

বিজ্ঞ/১৩৭/২১

আলোচিত সংবাদ

মহামারিতেও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

করোনার বছরেও ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর মধ্যে রেমিট্যান্স আহরণে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এবছর বাংলাদেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২২ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকার বেশি। সম্প্রতি প্রকাশিত মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্রিফ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি এসেছে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স। প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক আশা করছে, এ বছরের মাঝামাঝি বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। ফলে এ বছর শেষ নাগাদ সারা বিশ্বে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে ৫৫৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হতে পারে। পরের বছর আরো ২ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে বিশ্বে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ৫৬৫ ডলারে উন্নীত হতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

টিকায় বিশ্বেজুড়ে করোনা সংক্রমণ কমেছে ৮০ শতাংশ

করোনাভাইরাসের টিকার প্রথম ডোজ দেওয়ার পাঁচ সপ্তাহ পর প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার হার ৮০ শতাংশ কমে যাওয়ার তথ্য এসেছে ইতালির এক গবেষণা প্রতিবেদনে। সাধারণত ফাইজার, মডার্না ও অ্যাস্ট্রাজেনেকারে টিকা গ্রহণের পর এই তথ্য উঠে এসেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ইতালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (আইএসএস) পরিচালিত ওই গবেষণার ফলাফল শনিবার এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়। গবেষণাটি চালানো হয়েছে দেশটির টিকাপ্রাপ্ত এক কোটি ৩৭ লাখ মানুষের ওপর। টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবে কতটা সুফল দিচ্ছে, তা জানতে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কোনো দেশের প্রথম গবেষণা এটি।

সহিংসতার নবম দিনে ফিলিস্তিনের নিহত ২২০, ইসরায়েলের ১২

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দখলদারিত্বকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সংঘাত নবম দিনে গড়িয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর বর্বর গোলাবর্ষণ ও রকেট হামলায় এ পর্যন্ত প্রাণ গেছে ২২০ জন ফিলিস্তিনির। নিহতদের মধ্যে শিশু আছে ৬৩ জন। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দেড় হাজার। ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী দল হামাসের ছোড়া রকেটে ইসরায়েলে ২ শিশুসহ নিহতের সংখ্যা পৌঁছেছে ১২ জনে। সেখানে আহত হয়েছেনঅন্তত ৩০০ জন। গাজা উপত্যকায় বসবাসকারী স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ এবং ইসরায়েলি বসতকারীদের ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে হামাস ও ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মধ্যে শুরু হওয়া এই সহিংসতা গড়িয়েছে নবম দিনে। এই ৯ দিনে ইসরায়েলের বিভিন্ন শহর ও স্থাপনা লক্ষ্য করে হামাস প্রায় ৩ হাজার ৪৫০ টি রকেট ছুঁড়েছে হামাস।

উৎস : *দৈনিক জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক ও প্রথম আলো*

ভুল সংশোধনী

সংখ্যা : ১৭, ২০২১

প্রচ্ছদ : '(যোহন ১:৩৯)' এর স্থলে '(যোহন ১:৪৬)' পড়তে হবে এবং নিচে 'উত্তরভঙ্গে' এর স্থলে 'উত্তরবঙ্গে' পড়তে হবে

৫ নং পৃষ্ঠায় : ১ম থেকে ২য় লাইনে '(যোহন ১:৩৯)' এর স্থলে '(যোহন ১:৪৬)' পড়তে হবে

অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। **-সম্পাদক**

অনুতাপ

পিঞ্জর ভিক্টর গমেজ

রনি এবং রিকি তারা দুইজনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রনি এবং রিকি সবসময় এক সঙ্গেই চলাফেরা করে। রিকি খুব ভালো ছেলে। কিন্তু অপরদিকে রনির একটু মন্দ স্বভাব আছে। সেটা হলো চুরি করা। এমনই একদিন রনির পাল্লায় পড়ে রিকি যায় অন্যের গাছে আম চুরি করতে। চুরি করার সময় রিকির মনে বিব্রতবোধ কাজ করে এবং সে রনিকে বাঁধা দেয়। কিন্তু রনি সেটা কানেও নেয় না। একইভাবে সে রিকিকে উত্তর দেয় "চুরি বিদ্যা মহা বিদ্যা, যদি না পড়ি ধরা" এ বাণী শোনার পরের দিন রিকি যখন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে, তখন ফাদারের উপদেশে সে শুনতে পায় "চুরি করা মহা পাপ" এবং ফলে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হই। এই কথা শোনার পরেই রিকির মনে অনুতাপবোধ কাজ করে এবং সে গির্জায় বসেই শপথ গ্রহণ করে যে, সে আর এমন কাজ কোনোদিন করবে না এবং তার বন্ধুকেও করতে দিবে না।

অতএব, ভাই-বোনেরা এ ছোট গল্প থেকে আমরা শিক্ষা পাই খ্রিস্টযাগে অংশ নেওয়ার মাধ্যমেই আমরা আত্মা ও মনকে পরিশুদ্ধ করতে পারি ॥

এলিস মেরী পিউরীফিকেশন
মণিপুরি পাড়া, ফার্মগেট

মা

জেরী ক্রুশ

সব শব্দের শেষ যেই শব্দ
সেটা হল প্রিয় মা
ছোট শব্দ কিন্তু
এর নেই কোন তুলনা।

সব আশ্রয়ের শেষ যে আশ্রয়
সেটা হলো মা,
সবাই ছেড়ে যাবে শুধু ছাড়বে না একজন
সে হলো প্রিয় মা।

তুমি একজন নিস্বার্থ
সত্যময়ী প্রতিমা
ভালবাসার এক
জীবন্ত মহিমা
সব প্রেরণার উর্ধ্বে তুমি
আমার প্রিয় মা॥

কোভিড - ১৯

শংকর পল রোজারিও

বর্তমানে সারাবিশ্ব অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে
অসহায়ত্ব বরণ করে মানুষ ধুকেধুকে মরছে।
একটি অজানা অণুজীবের দাপট দেখানোর কারণ
মানুষ ভয়ে ভীত জীবনে আর বাঁচবে না কি
হবে মরণ।
বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন কোভিড-১৯
আজ বিশ্ববাসীর এমন করুন অবস্থা
আগামী দিনের জন্য নিতে হবে সঠিক
ব্যাবস্থা।
মানব জাতির প্রয়োজনের তরে
মানুষ যেন সৃষ্টিও প্রকৃতির যত্ন করে।
ভারত করোনার আঘাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত
কেউ তাদের করতে পারছেনা আশ্বস্ত।
অক্সিজেনের অভাবে মরছে কত মানুষ
তা দেখে আমাদের হচ্ছে না কোন হুস।
মানবিক মূল্যবোধের হচ্ছে অবক্ষয়
কবে হবে আমাদের বোধদয়।
ভালবাসা, প্রেম ও দয়া হোক জাগ্রত
মানুষের মাঝে ফিরেআসুক মনুষ্যত্ব।
শিক্ষাখাতে সর্বস্তরে বিরাজকরছে এক ধরনের
স্থবিরতা
করোনার কারণে দেখা দিয়েছে অপারগতা।
পিতা ঈশ্বরের কাছে করজোড়ে করি মিনতি
করোনার অতিমারি থেকে দাও অব্যাহতি,
নম্রচিত্তে তোমায় জানাই প্রণতি।
নতুন দিনের নতুন আশা
করি সোনালী সকালের প্রত্যাশা॥

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে মে মাস জুড়ে জপি রোজারিমালা একসাথে বিশ্বব্যাপী মা মারীয়ার তীর্থমন্দিরগুলোতে

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

মে মাস মা মারীয়ার মাস। এ মাসে সারা পৃথিবীর খ্রিস্টবিশ্বাসী কাথলিক ভাইবোনেরা মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে থাকেন। পোপ মহোদয়গণও মা মারীয়াকে বিশেষ শ্রদ্ধা দেখিয়ে প্রার্থনা করার অনুরোধ করে যাচ্ছেন। বিশেষভাবে এই সঙ্কটকালে মায়ের সাহায্য চেয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করে একসাথে প্রার্থনা করতে বলছেন। তাই মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে দৈহিকভাবে সমবেত হতে না পারলেও আসুন আমরা আত্মাতে এক হয়ে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মা মারীয়ার মাস মে মাসে বিশ্বব্যাপী প্রতিদিনকার বিশেষ রোজারিমালা প্রার্থনায় সামিল হই এবং মা মারীয়ার বিশেষ কৃপা ও আশির্বাদ লাভ করি।

"মহামারীর অবসান এবং সামাজিক ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ পুনরায় শুরুর করার প্রত্যাশায়, এ মে মাসে বিশ্ব জুড়ে মা মারীয়ার তীর্থমন্দির দ্বারা পরিচালিত রোজারিমালা প্রার্থনায় একাত্ম হয়ে হয়ে আমরা রোজারি মালা প্রার্থনা করি।" (পোপ ফ্রান্সিস ৫ মে,২০২১)

মাসব্যাপি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ৩০টি তীর্থমন্দিরে যে যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রার্থনা পরিচালিত হবে তা আপনাদের সকলের অবগতির জন্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মা মারীয়ার তীর্থমন্দিরের তালিকা এবং প্রতিদিনের প্রার্থনার উদ্দেশ্যসমূহ:

তারিখ	তীর্থমন্দির	শহর, দেশ ও মহাদেশ	প্রার্থনার উদ্দেশ্য
17 Mon.	The Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception	Washington D.C., USA, America	সকল বিশ্বনেতা এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রধানদের জন্য
18 Tue.	The Sanctuary of Our Lady of Lourdes	Lourdes, France, Europe	সকল চিকিৎসক ও সেবিকাদের জন্য
19 Wed.	MotherMary's House	Ephesus, Turkey, Asia	যুদ্ধসংকটের সকল মানুষ এবং বিশ্ব শান্তির জন্য
20 Thu.	The National Shrine Basilica of Our Lady of Charity of ElCobre	Santiago de Cuba, Cuba, America	সমস্ত ঔষধপ্রস্তুতকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য
21 Fri.	Immaculate Conception Cathedral (Our Lady of Nagasaki)	Nagasaki, Japan, Asia	সকল সমাজ সেবাকর্মীদের জন্য
22 Sat.	Santa Maria de Montserrat (Virgin of Montserrat)	Montserrat, Spain, Europe	সকল স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য
23 Sun.	The Basilica of Notre-Dame-du-Cap	Trois-Rivières, Canada, America	আইন প্রয়োগকারী, সামরিক বাহিনী ও দমকলকর্মীদের জন্য
24 Mon.	Our Lady of Lourdes	Nyaunglebin, Myanmar, Asia	যারা প্রয়োজনীয় পরিসেবা দান করে
25 Tue.	The Basilica of the National Shrine of the Blessed Virgin of Ta' Pinu	Gharb, Malta, Europe	সকল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষাবিদদের জন্য
26 Wed.	The Basilica of Our Lady of Guadalupe	Mexico City, Mexico, America	সকল কর্মী এবং উদ্যোক্তাদের জন্য
27 Thu.	The Shrine of the Mother of God of Zarvanytsia	Zarvanytsia, Ukraine, Europe	সকল বেকার ভাইবোনদের জন্য
28 Fri.	The Shrine of Our Lady of Altötting (Black Madonna of Altötting)	Altötting, Germany, Europe	পুণ্যপিতা পোপ, সকল বিশপ, সমাজবিদ এবং পরিসেবকদের জন্য
29 Sat.	The Shrine of Our Lady of Lebanon	Harissa, Lebanon, Asia	সকল উৎসর্গীকৃত নারী-পুরুষদের জন্য
30 Sun.	The PontificalShrine of the Blessed Virgin of the HolyRosary of Pompei	Pompei, Italy, Europe	মণ্ডলীর জন্য
31 Mon.	The Vatican Gardens	Vatican CityState, Europe	মহামারীর সমাপ্তি এবং আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পুনরুদ্ধারের জন্য

বিঃদ্রঃ (CET 6:00) রোম সময় সন্ধ্যা ৬টায়, বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় রোজারীমালা প্রার্থনা সরাসরি সম্প্রচারিত হয় Vatican Media Live (comunicazione.va) এই লিঙ্কে।

খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসে পোপের আগমনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে হাঙ্গেরী

এ বছর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আন্তর্জাতিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেস হতে যাচ্ছে ইউরোপীয়ান দেশ হাঙ্গেরীতে। হাঙ্গেরীর কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান জানান, খ্রিস্টপ্রসাদীয় এই কংগ্রেসে পোপ ফ্রান্সিস অংশ নিবেন এবং করোনাভাইরাস মহামারীর পর তা জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠবে। কার্ডিনাল পিটার এর্দো এ কথাগুলো যখন বলেন তখন তার দেশের ১০ মিলিয়ন লোকের মধ্যে ২৯ হাজার মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় হাঙ্গেরীতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর গড় হার তুলনামূলক বেশ বেশি।

কার্ডিনাল এর্দো জানান যে, পোপ মহোদয়ের আন্তর্জাতিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের বিষয়ে ভাতিকান সিটির সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েত্ত পারোলিনের সাথে ইতোমধ্যে তার কথা হয়েছে। কথোপকথনে আসন্ন কংগ্রেসের আয়োজনের বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়; যা করোনাভাইরাসের কারণে গত বছর স্থগিত করা হয়েছিল। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে ভাতিকানের বিশেষ প্রতিনিধি দল হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেষ্ট পরিদর্শন করে গেছে। করোনাভাইরাসের মধ্যেও হাঙ্গেরী ধীরে-ধীরে বিভিন্ন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করছে। খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে বুদাপেষ্টের ম্যাজেস্টিক হিরোস স্কয়ারে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। যেখানে পোপ মহোদয় পৌরহিত্য করবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং হাঙ্গেরীর রাষ্ট্রীয় অপেরার ১২০ জনের অর্কেস্টা ২০০০জনকে নিয়ে গান পরিচালনা করবে।

কার্ডিনাল এর্দোও শোভাযাত্রা সহকারে ম্যাজেস্টিক হিরোস স্কয়ারে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন। তিনি বলেন, খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসে পোপ মহোদয়ের আগমনটি হবে ঐতিহাসিক। ২০ বছর পরে কোন পোপ আবার খ্রিস্টপ্রসাদীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সমাপনী খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করতে যাচ্ছেন। কার্ডিনাল এর্দো জানান, জনগণের সাথেও পোপ মহোদয় আলাদা করে সভা করবেন। খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারী বিশপ গাবোর মহোস মনে করেন এই সমাবেশ মহামানরী করোনাভাইরাসে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষদেরকে উৎসাহ দান করবে। তাই আমরা আবারও কংগ্রেস আয়োজন করতে পেরে গভীর আনন্দ অনুভব করছি। মহামারী চলমান থাকা সত্ত্বে আমরা আশা হারাচ্ছি না। আমরা মানুষের উপস্থিতিতেই তা আয়োজন করতে পারবো বলে মনে করি। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসটি অনুষ্ঠিত হবে সেপ্টেম্বর ৫-১২, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। কংগ্রেসে মণ্ডলীর বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি প্রত্যাশা করা হচ্ছে; বিশেষভাবে গ্রীক ও পূর্ব ইউরোপের বিশপদের, অর্থডক্স ও প্রটেস্টান্ড অতিথিদের এবং ইহুদী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবর্গকে॥ **- তথ্যসূত্র :** *news.va*

ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে প্রতিপালক শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার আলবার্ট রোজারিও □ গত ১৬ মে, রবিবার প্রভু যিশুর স্বর্গারোহন মহাপর্বদিনে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে মহা সমারোহে পালিত হয় শ্রমজীবি মানুষের আদর্শ শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব। পর্ব দিনের এই খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও দূর ও কাছের খ্রিস্টভক্তগণ। বর্ণিল শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। শোভাযাত্রার পরে সাধু যোসেফের মূর্তির সামনে নয় জন জলন্ত প্রদীপ স্থাপন করেন। এসময় ফাদার সাধু যোসেফের নয়টি গুণ উচ্চারণ করেন এবং সঙ্গে গান চলতে থাকে। আর্চবিশপ তার উপদেশে বাণীতে নাজারেথের পবিত্র পরিবারের অভিভাবক সাধু যোসেফের জীবন ও কাজ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। আর্চবিশপ বলেন, সাধু যোসেফ প্রত্যেকটি কাজকে সমানভাবে মূল্য ও মর্যাদা দিতেন। তিনি হলেন আমাদের পিতা যার হৃদয়ে আমরা সবাই আছি। সাধু যোসেফের এই বর্ষে পুণ্যপিতা আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা সাধু যোসেফের কাছে যাই এবং তিনি আমাদেরকে যিশুর কাছে নিয়ে যাবেন। আমরা যদি যিশু ও কুমারী মারিয়াকে ভালোভাবে জানতে চাই তবে আমাদের সাধু যোসেফকে ভালো করে জানতে হবে। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল পুরোহিত আলবার্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং পরে আশীর্বাদিত বিস্কুট ও ছবি সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য পর্বের আগের নয় দিন সকাল-বিকাল নভেনা পরিচালনা করা হয় যার ফলে মানুষ পর্বের জন্য আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পান॥

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো পাপস্বীকার ও প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার অনুষ্ঠান

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া □ গত ৭ মে ২০২১, রোজ শুক্রবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে পাপস্বীকার ও প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যদিও করোনা মহামারি আতঙ্কে বিশ্ব জর্জরিত, তবুও আমাদের শিশুদের আত্মিক দিক বিবেচনা করে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে অত্যন্ত সুন্দর ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণভাবে সংস্কারীয় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হয়। ৬ মে রোজ বৃহস্পতিবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে ১৮২ জন শিশু পাপস্বীকার গ্রহণ করে এবং ৭ মে শুক্রবার অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই শিশুরা প্রভু যিশুকে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের আকারে প্রথম বারের মতো তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করে। শুক্রবার সকাল ৯টায় প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ অনুষ্ঠানের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া। রুটি ও দ্রাক্ষারস বেদীতে উৎসর্গ করার সাথে- সাথে তা যিশুর দেহ ও রক্তে পরিণত হয়েছে এই বস্তাব ঘটনা উল্লেখ করে ফাদার মিল্টন বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদে প্রভু যিশু সত্যিই উপস্থিত থাকেন। একই সাথে তিনি পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ এর গভীর তাৎপর্য তুলে ধরেন। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, সহকারী ফাদার কল্লোল লরেন্স রোজারিও এবং ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশুদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন। অনুষ্ঠান শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বি গমেজ সকল ফাদার, শিশু এনিমেটর, দিদি মনি, গানের দল, শিশুদের পিতা-মাতা ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন॥

মাটিভাঙ্গাতে, শান্তির রাণী কাথলিক ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা

ফাদার মুকুল মন্ডল □ বিগত ১৬ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, মাটিভাঙ্গাতে প্রতিষ্ঠিত হল "শান্তির রাণী কাথলিক ধর্মপল্লী"। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও শেষ প্রান্তের বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলায় ন্যায়-শান্তি প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক ও ঐশজনগণের আত্মার মঙ্গলার্থে বিগত তিন বছরের পালকীয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের পরিপক্কতা বিবেচনা করে পটুয়াখালী জেলা এবং বরগুণা জেলার কিছু অংশ নিয়ে বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশের যাজকসভা এবং মন্ত্রণা পরিষদের সুপারিশক্রমে বর্তমান নবনিযুক্ত আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি

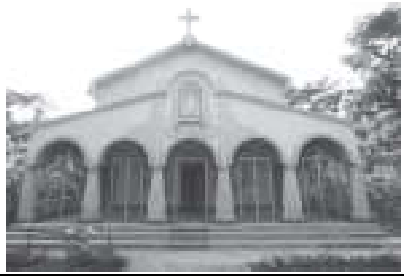

কর্তৃক প্রভু যিশুর স্বর্গারোহন পর্বে শান্তির রাণী কাথলিক ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। ধর্মপল্লীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন নবনিযুক্ত আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। সহসমর্পনকারী ছিলেন ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, পালক পুরোহিত ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল, ফাদার মিন্টু সামুয়েল বৈরাগী এবং ফাদার লিন্টু কস্তা। এই দিন ৭ জন ছেলে-মেয়ে হস্তার্পন সংস্কার গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের শেষে বিশপ কর্তৃক নতুন ধর্মপল্লীর নবগঠিত পালকীয় পরিষদ ঘোষণা এবং শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়॥

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন এবং খ্রীষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে প্রার্থনা অনুষ্ঠান

স্বপন রোজারিও ▯ বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪১তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ১৭ মে সকালে তেজগাঁও গির্জায় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন এবং খ্রীষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের উদ্যোগে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনায় পৌরহিত্য করেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ঝলক এন্টনী দেশাই। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও খ্রীষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের সচিব নির্মল রোজারিও, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া, যুগ্ম মহাসচিব জেমস সুব্রত হাজরাসহ আরো অনেকে।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে ফাদার ঝলক এন্টনী দেশাই বলেন, 'আজকের দিনে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে শেখ হাসিনা প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টিতে দিল্লী থেকে ঢাকায় ফিরেন। কুর্মিটোলা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে লক্ষ জনতা মানিক মিয়া এভিনিউ পর্যন্ত আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান।'

প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও। তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের দায়িত্বে আছে। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত দেশের যে অবস্থা ছিল, সেই তুলনায় আজকে দেশের অবস্থা খুব ভালো।

প্রার্থনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক থিওফিল রোজারিও, দপ্তর সম্পাদক স্বপন রোজারিও, উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান সমবায় সমিতির সেক্রেটারি যতিন মারান্ডি, ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর মনিকা গমেজ, ক্রেডিট কমিটির সদস্য উমা ম্যাগডেলিন গমেজ, সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য বার্ণার্ড পংকজ রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের অতিরিক্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন, চিফ অফিসার জোনাস গমেজসহ প্রায় দুই শতাধিক খ্রিস্টভক্ত॥

ঢাকা ক্রেডিটের নতুন প্রডাক্ট পেনশন বেনিফিট স্কীমের উদ্বোধন

সুমন কোড়াইয়া ▯ ঢাকা ক্রেডিটের সদস্যরা যেন কর্মক্ষম সময়ে সঞ্চয় করতে পারেন এবং অবসরে গিয়ে যেন প্রতি মাসে সঞ্চিত টাকা থেকে পেনশন পান সেই লক্ষে নতুন সঞ্চয়ী প্রডাক্ট পেনশন বেনিফিট স্কীমের উদ্বোধন হয়েছে। প্রথমদিনই ৬৫০ জন এই স্কীমের সদস্য হয়েছেন।

১৫ মে এই জনকল্যাণকর স্কীমের উদ্বোধন করেন ঢাকা ক্রেডিটের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ও অতিথিগণ। প্রধান কার্যালয়ে এই স্কীমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের সাবেক প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ, ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, ঢাকা ক্রেডিটের উপদেষ্টা জেমস সুব্রত হাজরা ও ঢাকা ক্রেডিটের সিইও লিটন টমাস রোজারিওসহ আরও অনেকে।

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, সরকারি চাকরিজীবীরা অবসরে গেলে পেনশন পান। বেসরকারি চাকরীজীবীরা পেনশন পান না। তাই তারা যেন অবসরে মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারে তাই এই স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে।

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও এই স্কীমটা উদ্যোগ নেওয়ায় বর্তমান বোর্ডকে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, অবসরে যখন নিয়মিত আয় থাকবে না, তখন এই স্কীম দুঃসময়ের বন্ধুর মতো ভূমিকা পালন করবে।

ঢাকা ক্রেডিটের সাবেক প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ বর্তমান বোর্ড ও কর্মীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা ক্রেডিট একজন সদস্যের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল আর্থ-সামাজিক যে চাহিদা রয়েছে তা মেটানোর জন্য প্রডাক্ট ও প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই স্কীম সেরকমই একটা নতুন সংযোজন।

ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমার বাবা সরকারি চাকরি করে অবসরে যাওয়ার পর পেনশন সুবিধা পাচ্ছেন, ফলে তাঁর মর্যাদা রয়েছে। আমি আহ্বান জানাই ক্রেডিটের সকল সদস্যদের এই প্রডাক্টের সদস্য হওয়ার জন্য।'

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন কর্মকর্তা সুবল যোসেফ গমেজ, উপদেষ্টা জেমস সুব্রত হাজরা, সিসিলিয়া রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের মিডিয়া কমিটির সদস্য মোশী মন্ডল, ঢাকা ক্রেডিটের সিইও লিটন টমাস রোজারিও, প্রধান কার্যালয়ের ম্যানেজার-ইনচার্জগণ প্রমুখ।

একইভাবে ঢাকা ক্রেডিটের ১২টি সেবাকেন্দ্র সাধনপাড়া, মনিপুড়িপাড়া, লক্ষীবাজার, শুলপুর, হাসনাবাদ, সাভার, মিরপুর, নন্দা, মহাখালী, পাগার, তুমিলিয়া ও নাগরীতে এই স্কীমের উদ্বোধন করেন সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ও অতিথিবৃন্দ॥

World concern

Employment Opportunity

Position 01: Country Director: Re-Advertisement

World Concern is a US-based Christian global disaster response and sustainable community development agency. It has been extending opportunities to people facing the most profound human challenges of extreme poverty. We serve nearly 6 million people in 15 countries, focusing on clean water and health, child protection, disaster response, economic empowerment, and spiritual transformation. World Concern International is searching for an energetic, experienced & potential Country Director for its Country Office at Dhaka in Bangladesh. Please apply after visiting the link for job competencies and job specifications for the **'Country Director'** position of World Concern Bangladesh. Job application are ***only accepted through this link***:https://worldconcern.org/about/careers/?p=job%2Fow1bffwH
The last date for this position will be on **31st May2021**. *If you have already applied for Country Director position, there is no need for you to reapply.* Please be informed that hard copy of application would not be accepted in Bangladesh office.

Position 02: Administrative Assistant (Admin & IT):

Detail of Position	Necessary Requirements
• Name of Position: **Administrative Assistant (Admin & IT)** - 01 Post • **Job Location:** Dhaka based. • **Age:** Maximum 35 years. • **Salary Range:** Negotiable depending on the education and experience of the candidate. • **Other Benefits:** As per Organizational Policy after Confirmation. **Additional Job Requirements:** • Capability of riding Motor Cycle with valid Driving License (Must). • Excellent English communication skill. • Strong presentation & analytical skill. • Proficiency in MS Office (Word, Excel, Power Point, Photoshop, Adobe Illustrator etc.)	• **Required Educational Qualification:** Minimum Bachelor Degree with sufficient Computer knowledge. Diploma in Computer Science & Engineering/Information Technology will be given preference. • **Experience Needed:** Minimum 01 year working experience in similar position from any recognized National/International NGO. **Key Responsibilities:** • Purchase official goods and items as and when needed. • Purchase in country and abroad tickets for WCB staff. • Provide Logistics and food arrangement. • Maintain all the computers, monitors, UPS, telephone, photocopy machines, air condition etc. clean and in good working conditions. • Identify problem and fix both laptop and desktop computers and printers in consultation with Manager Administration. • Provide necessary training to staff in computer related matters and help them to solve problems as needed. • Provide servicing and repairing of all machines by contacting relevant companies in consultation with Manager Administration. • Compose all official letters, deeds, statement, report and other document in Bengali and English language as per requirement. • Make necessary official appointment for visitors and WCB staff for Officer In charge/Country Director as per direction. • Make necessary filing for Admin Section as per need and cleanliness of dining and other office rooms.

Application Procedures for Position 2:
Candidates should apply with a Full resume with two references, 01 copy of passport size photograph, copy of National ID Card and Copies of all academic & experience certificates. Interested candidates are requested to apply on or before **31st May, 2021** to the following **E-mail Address: wcbcohrd@gmail.com**

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 18
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৮
Regd. No. DA-33
❖ 23 - 29 May, 2021, ৯ - ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঢাকা ক্রেডিট

পেনশন বেনিফিট স্কীম

খুলনা

অবসরকালীন সময়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী | সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন প্রশান্তিময় জীবন | অন্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস

সঞ্চয় পর্যায় (বছর)		৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	২৪	২৭	৩০
সুবিধা পর্যায় (বছর)		৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০
প্রিমিয়ামের সুবিধা	৫০০	১,১৩৮	১,৪১৫	১,৭৫৮	২,২১৪	২,৭৮৭	৩,৫৬০	৪,৫৪৭	৫,৮৯৫	৭,৬৪৬
	১,০০০	২,২৭৫	২,৮৩০	৩,৫১৫	৪,৪২৭	৫,৫৭৩	৭,১১৯	৯,০৯৩	১১,৭৯০	১৫,২৯১
	২,০০০	৪,৫৫০	৫,৬৬০	৭,০৩০	৮,৮৫৪	১১,১৪৬	১৪,২৩৮	১৮,১৮৬	২৩,৫৮০	৩০,৫৮২
	৩,০০০	৬,৮২৫	৮,৪৯০	১০,৫৪৫	১৩,২৮১	১৬,৭১৯	২১,৩৫৭	২৭,২৭৯	৩৫,৩৭০	৪৫,৮৭৩
	৪,০০০	৯,১০০	১১,৩২০	১৪,০৬০	১৭,৭০৮	২২,২৯২	২৮,৪৭৯	৩৬,৩৭২	৪৭,১৬০	৬১,১৬৪
	৫,০০০	১১,৩৭৫	১৪,১৫০	১৭,৫৭৫	২২,১৩৫	২৭,৮৬৫	৩৫,৫৯৫	৪৫,৪৬৫	৫৮,৯৫০	৭৬,৪৫৫
	১০,০০০	২২,৭৫০	২৮,৩০০	৩৫,১৫০	৪৪,২৭০	৫৫,৭৩০	৭১,১৯০	৯০,৯৩০	১১৭,৯০০	১৫২,৯১০
	১৫,০০০	৩৪,১২৫	৪২,৪৫০	৫২,৭২৫	৬৬,৪০৫	৮৩,৫৯৫	১০৬,৭৮৫	১৩৬,৩৯৫	১৭৬,৮৫০	২২৯,৩৬৫
	২০,০০০	৪৫,৫০০	৫৬,৬০০	৭০,৩০০	৮৮,৫৪০	১১১,৪৬০	১৪২,৩৮০	১৮১,৮৬০	২৩৫,৮০০	৩০৫,৮২০
	২৫,০০০	৫৬,৮৭৫	৭০,৭২০	৮৭,৮৭৫	১১০,৫৭৫	১৩৯,০২৫	১৭৭,৯৭৫	২২৭,৩২৫	২৯৪,৭৫০	৩৮২,২৭৫

- হিসাবটির দুইটি পর্যায় থাকবে। একটি জমা পর্যায় এবং একটি সুবিধা পর্যায়।
- জমা পর্যায়ে হিসাবধারী মাসিক জমা প্রদান করবেন এবং সুবিধা পর্যায়ে হিসাবধারী মাসিক হারে সুবিধাপ্রাপ্য হবেন।
- নিজস্ব সাধারণ ঋণ অথবা পরিবারের যে কোনো একজনের ঋণের বিপরীতে জামিন প্রদানের সুযোগ।
- ১ বছর পূর্ণ হলে হিসাবের বিপরীতে ৯০% ঋণ নেয়ার সুযোগ।

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট

বিস্তারিত জানতে ঃ ০১৭০৯৮১৫৪২৬
০১৭০৯৮১৫৪২৮
০১৭০৯৮১৫৪০৬
সকল সেবাকেন্দ্র সমূহ

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org